কটুবাক্য কহা অনুচিত।

১

কহিবেনা কটু কথা কাহাকে কখন।
সাবধানে মিষ্ট কথা কবে সর্ব্বক্ষণ॥
অতিশয় সুকোমল হয়েছে রসনা।
তাহা হতে কটু কথা বাহির করনা॥
রসনাকে সুশাসনে সর্ব্বদা রাখিবে।
তবে শিশু কটু কথা বাহির না হবে॥
দাস দাসী গ্রামবাসী কিম্বা আত্মজন।
যদি ইহাদের প্রতি কহ কুবচন॥
তাহলে তাহারা ঘৃণা তোমাকে করিবে।
তোমার সহিত তারা আলাপ ছাড়িবে॥
কহিলে সুমিষ্ট কথা সবে করে হিত।
অতএব "কটু বাক্য কহা অনুচিত"॥

কুকাজ করিলে অখ্যাতি হয়।

কদাপি কুকর্ম্ম না করিবে শিশুগণ।
কুজনের কল্যাণ না হয় কদাচন॥
কুকর্ম্ম যে জন করে কোথা তার মান।
দেখ তার পদে পদে হয় অপমান॥
কুকাজ করিয়া দেখ রাজা দশানন।
শ্রীরামের হাতে তার সবংশে মরণ॥
কীচকের প্রাণ গেল কুকর্ম্ম করিয়া।
সূর্পনখা ছিন্ননাসা কুকাজে মজিয়া॥
চেয়ে দেখ কুকাজ করিয়া শশী দোষী।
কুকর্ম্ম করিয়া নর গলে পরে ফাঁসি॥
শিশুগণ! করত্যাগ কুকর্ম্ম নিশ্চয়।
"কুকাজ করিলে দেখ অপযশ হয়"॥

আরোগ্য সুখের মূল।

আরোগ্য সুখের মূল জানিবে নিশ্চয়।
যে মনুষ্য রোগী তার সুখ কোথা হয়॥

রাজা যদি রোগী হয় সুখ নাই তাঁর।
দিবা নিশি তাঁরে বসি রোগ প্রতী কার॥
রাজ্য চিন্তা কোথা তাঁর যে ভূপাল রোগী।
সুস্বাদু আহার কোথা সদা পথ্য ভোগী॥
সুকোমল শয্যা হয় কণ্টক সমান।
ভাবনায় নিদ্রা ছাড়া কণ্ঠাগত প্রাণ॥
চারি পাশে বন্ধু সবে হাহাকার করে।
তাহা শুনি ভয় হয় রোগীর অন্তরে॥
রোগী হলে এইরূপ ভোগিবে সকলে।
"আরোগ্য সুখের মূল" এই হেতু বলে॥

কুকথা কদাপি বাচ্য নহে।

কুকথা কদাপি শিশু মুখে না আনিবে।
কুকথা বলিলে পর সকলে হাসিবে॥
কুকথা কহিলে ঘৃণা সকলে করিবে।
অসাধু বলিয়া শিশু সকলে ঘুষিবে॥
সুসাধু যে জন সেকি কহে কুবচন।
সদা মধুমাখা কথা কহে সাধুজন॥

প্রাণান্তেও সাধু ব্যক্তি কুকথা কহেনা।
কুকথা কহিলে দেখ সাধুত্ব রহেনা॥
পণ্ডিতেরা কভু যদি বলে কুবচন।
পাষণ্ড বলিয়া ব্যাখ্যা করে সর্ব্বজন॥
ভাল লোকে মন্দ কৈলে ক্ষেপা বলি তারে।
ওহে শিশু! আর কি পাগল গাছে ধরে॥
বালক বালিকাগণ! শুনহ বচন।
"কুকথা কদাচ বাচ্য নহে" এ কারণ॥

—•◎•—

অনিয়মে রাজ্য নাশ হয়

বল অনিয়মে রাজ্য কার কোথা থাকে
অনিয়মে পাত্রমিত্র ছাড়য়ে রাজাকে॥
অনিয়মে কর নাহি দেয় প্রজাগণ।
অবশেষে প্রজাগণ হয় এক মন॥
দল বদ্ধ হয়ে প্রজা করে ঘোর রণ।
ভূপতি পড়েন মহা বিপদে তখন॥
অনিয়মে দল বল ছাড়িযায় তাকে।
অসময় হলে আর পাইবেনা কাকে॥

ভূপাল একাকী হন প্রজা অগণন।
এজন্য রাজার হয় সমরে মরণ॥
অথবা ছাড়িয়া রাজ্য দূরে পলাইবে।
অন্য রাজা সেই রাজ্য অবশ্য লইবে॥
চেয়ে দেখ সুদৃষ্টান্ত ওহে শিশুগণ।
এরাজ্যেতে রাজা ছিল যবন যখন॥
তারা সব ছারে খারে গেল অনিয়মে।
সেই রাজ্য ইংরেজেরা পালে সুনিয়মে॥
বালক বালিকাগণ! জানিবে নিশ্চয়।
কখনও "অনিয়মে রাজ্য নাহি রয়"॥

কুনটের নাট্য কিছু নয়।

নৃত্য কারী মন্দ হলে কেবা হেরে নাট
নৃত্য হেরি রুদ্ধ করে নয়ন কবাট।
নিন্দার ভাজন হয় কুনর্ত্তনকারী।
বিদ্রূপ করিয়া সবে বলে "বলি হারি"।
যে জন নর্ত্তক ভাল প্রশংসা তাহার।
কুনট যে জন সদা অপ্রশংসা তার॥

ওহে শিশুগণ! বলি দৃষ্টান্ত তাহার
সুনর্ত্তক বলি শিখী ভুবনে প্রচার॥
পেকম ধরিয়া নৃত্য করে শিখিগণ।
হেরিয়া বিমুগ্ধ হয় মানবের মন॥
পঁচার নাচনে বল কেবা মুগ্ধ হয়।
অতএব "কুনটের নাটা কিছু নয়"

পাঠ্য পুথি পাঠ কর।

বালক বালিকাগণ! মন দিয়া শুন
পাঠের পুস্তক হাতে লও পুন পুন॥
অপাঠ্য পুস্তক হাতে লবেনা কখন।
অপাঠ্য গল্পেতে নাহি কভু দিবে মন।
চেয়ে দেখ দুষ্ট মতি নষ্ট শিশু যারা।
মন্দ পুথি পাঠে সদা মত্ত হয় তারা॥
সুশীল সুবোধ অতি যে বালক হয়।
প্রাণান্তেও মন্দ পুথি হাতে নাহি লয়॥
অপাঠ্য পুস্তকে যদি থাক দিয়া মন।
পাঠ্য পুথি তবে আর পড়িবে কখন॥

এজন্য অযোগ্য যত পুথি ত্যাগ কর।
সদা তোমাদের "পাঠ্য পুথি পাঠ কর"

জাড্য দোষ দূরকর।

জড়তা বিষম দোষ শুন শিশুগণ।
জড়তা ছাড়িতে যেন সদা থাকে মন॥
জড়তা যাহার মনে থাকে বিরাজিত।
উপদেশ গ্রহণেতে সে হয় বঞ্চিত॥
উপদেশ বিনা কার বোধোদয় হয়।
উপদেশ বিনা কার চিত্ত শুদ্ধ হয়॥
সেই উপদেশ নিতে জাড্য শত্রু হয়।
অবশ্য করিতে হয় শত্রু পরাজয়॥
অতএব শিশুগণ! জাড্য পরিহর।
এই হেতু বলি "জাড্য দোষ দূরকর,,

আঢ্য লোক সুখে থাকে

শিশুগণ! ধনী লোক সদা সুখে থাকে
দিন দিন কতদীন স্তুতি করে তাঁকে॥

ভরিয়া দরিদ্রগণে পায় কত সুখ।
কভুকি দেখিতে পায় অসুখের মুখ॥
ভৃত্য বর্গ হয়ে ব্যগ্র সদা আজ্ঞাকারী।
যমদূত তুল্য তাঁর দ্বারে থাকে দ্বারী॥
কত সুখ হয় তাঁর সুভক্ষ্য ভক্ষণে।
সুখ অনুভব বিমল নয়নে॥
মূর্খকে করিয়া দান বিদ্যারত্ন ধন।
আনন্দেতে পরিপূর্ণ থাকে তার মন॥
বিশুদ্ধ না হয় বল যে ধনীর মন।
এসকলে তুষ্ট কিহে হয় তার মন॥
আঢ্য হয়ে যদি তার বিবেচনা থাকে।
শুন শিশু! তবে "আঢ্য লোক সুখে থাকে" ॥

৩

গুণবান্ সকলের কাছে গণ্য হয়।

গুণীর গুণের কথা কত লিখা যায়।
কত শত গুণী ছিল এই বসুধায়॥
করাল কৃতান্ত সব করিয়াছে গ্রাস।
রহিয়াছে তাঁহাদের গুণের সুবাস॥

কালিদাস ভবভূতি যত গুণিগণ।
সকলেই ছিল দেখ ভারত ভূষণ॥
বিক্রম আদিত্য রাজা রাজার প্রধান
বিক্রম যাঁহার ছিল আদিত্য সমান॥
নিজেও ছিলেন তিনি পণ্ডিত প্রবর।
সমধিক করিতেন গুণীর আদর॥
কালিদাস ভবভূতি সুপণ্ডিত যত।
রত্ন নামে তাঁরা সবে ছিলেন বিখ্যাত
ভূপাল কেবল মান্য আপনার দেশে।
গুণবান্ মান্য হন স্বদেশে বিদেশে॥
অতএব শিশুগণ জানিবা নিশ্চয়।
"গুণবান্ সকলের কাছে গণ্য হয়,॥

সদা সত্য কহা উচিত।

সত্যের মাহাত্ম্য যত লেখে সাধ্যকার
সত্যের মহিমা শিশু জগতে প্রচার॥
ওহে শিশু! চেয়ে দেখ সত্য রক্ষা হেতু
দাতাকর্ণ নাম হয় কেটে বৃষকেতু॥

ত্য পালনার্থ রাম রঘুমণি।
নিয়া বনবাস চলিলা আপনি॥
সত্যকর্ম্ম সত্যকর সার।
সৌরভেতে ভরিবে সংসার॥
স মহামতি পণ্ডিত প্রধান।
কে আশ্রয় করি ত্যজিলেন প্রাণ॥
শ্রয়ে থাকে নাহে যাতনা যমের।
সদা সত্যকহা উচিত নরের॥

মিথ্যাকহা বড় দোষ।

শু বলি সার, প্রাণান্তেও একবার,
মিথ্যা কথা মুখে না আনিবে।
ধার্ম্মিক হয়, যদি কভু মিথ্যা কয়,
অবশ্যই পাপ ভাগী হবে॥
র মহামতি, ধর্ম্মে সদা যার মতি,
ধর্ম্মের নন্দন বলি যাঁরে।
কর অগ্রগণ্য, রাজকুলে মহামান্য,
থ শ্রেষ্ঠ বিদিত সংসারে॥

মিথ্যা বলি একবার, অপরাধ হয় তাঁরে,
বাল বৃদ্ধ সকলেই জানে।
পানতার পরিশোধ, স্বর্গ পথ অবরোধ,
যেতে হয় যমের ভবনে ॥
বালক বালিকা কত, মিথ্যা হেতু মানহত,
হইতেছে দেখ দ্বারে দ্বারে।
কাঁদে যদি ঘরে ঘরে, কেহ কি বিশ্বাস করে,
কেউনা জিজ্ঞাসা করে তারে ॥
যে বালক মিথ্যা কয়, যদিও পণ্ডিত হয়,
তাতে হয় কাহার সন্তোষ।
শত গুলি গুণতার, মিথ্যায় করে সংহার,
দেখ "মিথ্যা কহা বড় দোষ,, ॥

বিদ্যাধন পরম ধন।

শত মুখী হয় যদি আমার লেখনী।
পারে কিহে বলিবারে বিদ্যার কাহিনী ॥
পৃথিবীতে বিদ্যাতুল্য নাহি কোন ধন।
বিদ্যা নাই যার তার বিফল জীবন ॥

বিদ্যার সমান আর আছে কোন ধন।
বিদ্যাধন তুল্যনয় রতন কাঞ্চন॥
যেবণিক্ রতন কাঞ্চনে হয় ধনী।
সেকি তারে ধনী বলে বিদ্যায় যে ধনী?
দরিদ্রতা ঘুচেবটে রতন কাঞ্চনে।
মূর্খতা দারিদ্র্য তার ঘুচিবে কেমনে॥
অন্য ধনে ভ্রাতৃবর্গ হয় অধিকারী।
বিদ্যাধনে আর কেবা আছে অধিকারী॥
ভাণ্ডারে প্রবেশি চোর চুরি করে ধন।
সাধ্যকার চুরিকরে বিদ্যা রত্ন ধন?
বিদ্যাধন বৃদ্ধিপায় সদা বিতরণে।
তারে উপার্জ্জনে চেষ্টা কর প্রাণ পণে॥
বিদ্যাতেই সদা রত থাকে যেন মন।
বিদ্যার সমান আর নাহি কোনধন॥

পিতা মাতার অবাধ্য হইও না।

পিতা উচ্চহন শিশু আকাশ হইতে।
পিতার সমান কেবা এই পৃথিবীতে॥

পিতাস্বর্গ পিতাধর্ম্ম পিতা তবগতি।
পিতার চরণে যেন সদা থাকে মতি॥
বাধ্যরবে চিরকাল পিতার নিকটে।
দিবা নিশি স্তুতি তাঁকে কর করপুটে॥
শুন শিশু মন দিয়া মধুর বচন।
যে জননী করেছেন গর্ব্ভেতে ধারণ॥
প্রসবে যে সয়েছেন অসহ্য যাতনা।
ভাবিতেন দিবা নিশি তোমার ভাবনা॥
স্তন্য দানে করেছেন তোমাকে পালন।
এখনও তবহিতে রত যাঁর মন॥
মলিন বদন শিশু হেরিলে তোমার।
দুখেতে বিদীর্ণ হয় হৃদয় যাঁহার॥
যিনি খেতে দেন হেরি ক্ষুধায় কাতর।
তোমার রোগেতে যিনি সতত কাতর॥
হে শিশু! পরম গুরু হন সে জননী।
থাকিবে তাঁহার কাছে করি যোড়পাণি॥
পিতা মাতা হতে গুরু কোথা কার আছে।
নিয়ত থাকিবে বাধ্য তাঁহাদের কাছে॥
সয়েছেন তব হেতু তাঁহারা যাতনা।
শিশু পিতা মাতার অবাধ্য হইওনা॥

সদা ন্যায়পথে চলা উচিত।

সদা ন্যায় পথে চল ওহে শিশুগণ।
কদাপি অন্যায় পথে করো না ভ্রমণ॥
অন্যায় করিয়া বল সুখ হয় কার?।
যে জন অন্যায় করে করে আপনার॥
ন্যায়ের আশ্রয় শিশু যে বালক লবে।
ধর্ম্মতার ঘরে বাঁধা অবশ্যই রবে॥
ন্যায় পথে না চলিয়া ধার্ম্মিক কে হয়?।
অন্যায় যে করে তার হয় পরাজয়॥
আছিল সিরাজদ্দৌলা বঙ্গ অধিকারী।
অন্যায় করিয়া শীঘ্র গেল যমপুরি॥
এইরূপ কত শত ভূপতির দল।
অন্যায় করিয়া তাঁরা পেল প্রতিফল॥
বালক বালিকাগণ! শুন বলি হিত।
দেখ "সদা ন্যায় পথে চলাই উচিত॥"

অসৎ লোক কদাচ আলপ্য নহে।

অসতের সঙ্গে যদি আলাপ করিবে হে,
আলাপ করিবে।
নিশ্চয় তোমাকে সবে অসাধু ভাবিবে হে,
অসাধু ভাবিবে॥
অসতের সঙ্গ যদি কর এক দিন হে,
কর এক দিন।
কুকর্ম্মেতে মন তব যাবে দিন দিন হে,
যাবে দিন দিন॥
কিছু কাল পরে হবে অসতের শ্রেষ্ঠ হে,
অসতের শ্রেষ্ঠ।
প্রবঞ্চনা শঠতায় হইবে না কষ্ট হে,
হইবে না কষ্ট॥
করিবে কুকর্ম্ম শিশু দিন দিন কত হে,
দিন দিন কত।
সকলের নিকটেতে হবে মান হত হে,
হবে মান হত॥
চুরি করি হবে বেড়ি যুগল চরণে হে,
যুগল চরণে।

তব নাম শুনি লোকে হাত দিবে কাণে হে,
হাত দিবে কাণে ॥
মদ খেয়ে পথে পথে হবে ঢলাঢলি হে,
হবে ঢলাঢলি।
সুবোধ বালক সবে দিবে হাততালি হে,
দিবে হাততালি ॥
সদা করে সাধু লোক অসতের ভয় হে,
অসতের ভয়।
কদাচ অসৎ লোক আলপ্যাই নয় হে,
আলপ্যাই নয় ॥

সভ্যজন সভার ভূষণ।

সভ্য হতে চেষ্টা কর, অসভ্যতা পরিহর,
অসভ্যের আদর কোথায়?
অভদ্রতা যে আচরে, লোকে তারে নিন্দাকরে,
স্থানে স্থানে অপমান পায় ॥
অসভ্য হইলে পরে, বিজ্ঞতাও যায় দূরে,
সমাদর কেবা করে কবে।

অসভ্য হইলে নরে, সকলে বিদ্রূপ করে,
ব্যবহার দেখি হাসে সবে ॥
বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সভা, দেখ ওহে কিবা শোভা
গোল করে সকলে মিলিয়া।
প্রথমেতে বাক্য যুদ্ধ, দ্বিতীয়েতে মল্ল যুদ্ধ
শেষে দেয় কম্বল ঝাড়িয়া ॥
কোথায় সভার শোভা, কোলাহল ময় সভা,
কর্ণ হয় শ্রুতি শক্তি হীন।
সবে হাত দিয়ে কাণে, চলে যায় বাসস্থানে,
সুপণ্ডিত ঘটক কুলিন ॥
সভার সৌন্দর্য্য কোথা, দেখে মনে পায় ব্যথা
সুধু মাত্র অর্থের শোষণ।
কর সব শিশুগণ, সুসভ্যতা আচরণ,
"সভ্য জন সভার ভূষণ ॥

সৎকথা সকলের মনোরম্য হয়।

সদা সৎ কথা কবে শুন শিশুগণ।
অসৎ কথাতে কভু নাহি দিবে মন ॥

সদালাপে কুপ্রবৃত্তি সবদূরে যায়।
চিত্ত বৃত্তি মন্দ হয় অসৎ কথায়॥
যদি শিশু কর সদা অসৎ আলাপ।
অবশ্যই তব মনে প্রবেশিবে পাপ॥
যত বড় সাধু কেন না হওহে তুমি।
অসৎ কথাতে নষ্ট হবে চিত্ত ভূমি॥
কহিলে সাধুর স্থানে অসৎ কথন।
অবশ্য অসভ্য বলি করিবে তাড়ন॥
অসৎ কথাতে কার মন ভাল হয়।
"সৎ কথা সকলের মনোরম্য হয়"॥

ন্যায্যকথা বলিতে ভয় কি?

রাজা যদি মন্দ করে, যথার্থ বলিবে তাঁরে,
না করিবে ভয় কদাচন।
থাকিলে তাঁহার জ্ঞান, ভবিষ্যতে সাবধান,
হবে শুনি তোমার বচন॥
যদ্যপি আত্মীয়গণ, কোন দোষে দোষী হন,
মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিবে।

শুন বলি লোকে কয়, "পিতা যদি দোষী হয়,
তাঁহাকেও যথার্থ কহিবে" ॥
দোষ গুণ দেখি শুনি, বলিবে যথার্থ বাণি,
রাখিবে না গোপন করিয়া।
লোক নিন্দা হবে বলি, শিরে নিবে পাপডালি,
সত্য কথা গোপনে রাখিয়া ?॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁরা, রাজদ্বারে যেয়ে তাঁরা,
যথার্থ বলিতে ভয় করে।
মনে মনে তাঁরা জানে, মহা পাপ সাক্ষ্যদানে,
কেহ কেহ বলে সকাতরে ॥
দেখ শিশু! কি কুরীতি, যথার্থ বলিতে ভীতি,
আছে কোথা ছাড়া বঙ্গভূমি ?।
যদি কেহ সাক্ষীমানে, বলিবেহে প্রাণপণে,
যতদূর সত্য জান তুমি ॥
যে বালক সত্যবাদী, সত্য কবে নিরবধি,
তাহাতে আর পাপ হয় কি ?
অতএব বলি হিত, কবে সদা যথোচিত,
"ন্যায্য কথা বলিতে ভয় কি" ?॥

বাল্যকাল শিক্ষার সময়।

সময় অমূল্য ধন, শুন বলি শিশুগণ,
বৃথা ব্যয় করিওনা তারে।
কাল যদি বৃথা যাবে, তবে কি মঙ্গল হবে ?,
আর কি পাইবে কভু তারে ?॥
যদি কাল চলে যায়, কদাপি পাবেনা তায়,
পরিশ্রম করি দিবানিশি।
সেকাল কি পাবে আর, করিয়াছ ক্ষয় যার,
সদাকাল মাতৃ ক্রোড়ে বসি॥
দিন দিন করি কত, গিছে দিন শত শত,
চেয়ে দেখ ওহে শিশুগণ !।
তাই বলি বার বার, বৃথা না করিও আর,
মহা মুল্য কালের কর্ত্তন॥
নাশিখিলে বাল্যকালে, কিহবে যৌবনকালে,
শিক্ষা বিনা সুখ কিহে হয় ?।
মিলি সব শিশুগণে, শিক্ষাকর প্রাণ পণে,
"বাল্যকাল শিক্ষার সময়,,॥

দিব্যকরা বড় দোষ।

বালক বালিকাগণ, শুন হয়ে একমন,
উপদেশ বচন আমার।
দিব্যকরি কেবা করে, মান্য হয় এইভবে,
অপমান হয় সদা তার॥
যারেনা প্রত্যয় করে, সেই সদা দিব্য করে,
দিব্য করি কিবা ফল হয়।
দিব্যকরে যে সকলে, তারাইত মিথ্যা বলে,
মিথ্যাবাদী প্রতারক হয়॥
যদি হয় শিশুগণ, প্রতারণা পরায়ণ,
তার বাক্যে প্রত্যয় কেকরে।
করিবে অন্যে বিশ্বাস, মনেকরি এআশ্বাস,
কথায় কথায় দিব্য করে॥
একদিন দুইদিন, কিবা শিশু! তিন দিন,
দিব্যে বটে হয় হে প্রত্যয়।
এইরূপ বার বার, দিব্য যদি করে আর,
তবে তারে কেকরে প্রত্যয়?॥
বিদ্বান হইলে পরে, সেও যদি দিব্য করে,
লোকে ঘৃণা করে পুন পুন।

অতএব বাক্যধর, দিব্য করা পরিহর.
"দিব্য করা বড় দোষ,, শুন॥

সুশীল হওয়া অতি আবশ্যক।

দুঃশীল হইলে দেখ কেকারে আদর।
দুঃশীল সকল স্থানে হয় অনাদর॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু জ্ঞাতি আদি যাঁরা।
দুঃশীলের ব্যবহারে রুষ্ট হয় তাঁরা॥
যেশিশু দুঃশীল হয় কোথাতার সুখ।
অবশ্যই সেবালক ভোগে সদা দুখ॥
দুঃশীল যদ্যপি কভু বিপদেতে পড়ে।
প্রাণান্তে কি কেহতার উপকার করে?॥
সুশীল হইলে তারে ভাল বাসে সবে।
সর্ব্বস্থানে গেলেতার সমাদর হবে॥
সর্ব্বদাই সুখে থাকে সুশীল বালক।
শিশু। "সুশীল হওয়া অতি আবশ্যক,, ॥

কটুভাষী হওয়া বড় দূষ্য।

শিশুগণ! কটুভাষী হবেনা কখন।
কটুভাষী মহাদোষী জানে সর্ব্ব জন॥
যে বালক কটুকথা করে ব্যবহার।
স্থানে স্থানে অপমান হয় হে তাহার॥
যদ্যপি কাহাকে কেহ কহে কটু কথা।
তাহা হতে সেও ভবে শুনে কটুকথা॥
পরে কৈলে কটুকথা হয় যদি দুখ।
সুমিষ্ট করহ তবে আপনার মুখ॥
কটুভাষী হলে পরে কেকরে আদর?।
সুখী হয় কারমন শুনি কাক-স্বর?॥
সুমধুর স্বর হেতু কোকিলেরা পোষ্য।
হে শিশু! কটুভাষী হওয়া বড় দূষ্য॥

আলস্য অশেষ দোষের আকর।

অলসতা সকল দোষের মুল হয়।
সর্ব্বদা করিবে শিশু অলসতা ক্ষয়॥

অলসতা পরিহারে থাকে যেন মন।
আলস্যকে দেহে স্থান দিওনা কখন॥
অলসতা যদি দেহে প্রবেশ করিবে।
ওহে শিশুগণ তবে মহা দোষী হবে।
হয়ে রবে চিরকাল আলস্যের দাস।
হবে মহা পরিশ্রম ছাড়িতে নিশ্বাস॥
পরিশ্রম বিনা কার হইয়াছে সুখ?।
পরিশ্রম বিমুখের সর্ব্বদাই দুখ॥
অলস হইয়া কিহে হয় ধন বান্?।
অলস হইয়া কিহে হয় সুবিদ্বান্?॥
অলস হইলে হয় মূর্খের প্রধান।
পণ্ডিত সমাজ মাঝে পায় অপমান॥
কোন দোষ না করিতে পারে মূর্খতায়?।
চেয়ে দেখ আলস্যতে কি দোষ ঘটায়॥
অতএব অলসতা পরিত্যাগ কর।
শিশু! "আলস্য অশেষ, দোষের আকর,,

কাপুরুষেরাই অপমান সহ্য করে

শুন শিশু অপমান সহ্য হয় কার।
যে পুরুষ বশীভূত সদা মূর্খতার॥
মানী ব্যক্তি কভু কিহে সহে অপমান।
মান হেতু পরিত্যাগ করে তাঁরা প্রাণ॥
দৃষ্টান্ত তাহার দেখ ওহে শিশুগণ।
ভীমসিংহ রাজা ছিল ক্ষত্রিয় নন্দন॥
আছিল তাঁহার এক রমনী পদ্মিনী।
নারী কুলে অগ্রগণ্যা ভুবন মোহিনী॥
পদ্মিনীর কথা শুনি দিল্লীর ঈশ্বর।
তাঁহারে লইতে এল চিতোর নগর॥
অপমান মনে ভাবি ভীমসিংহ রাজ।
যুদ্ধ হেতু পশিলেন সমর সমাজ॥
বাদসা সহিতে তাঁর হয় ঘোর রণ।
সবংশেতে যান ভীম শমন ভবন॥
ভীমের মরণ দেখি সেপদ্মিনী সতী।
অমনি অনলে দেন জীবন আহুতি॥

অপমান হবে বলি দেখ শিশুগণ!।
একনারী হেতু কত ক্ষত্রিয় নিধন॥
বল অপমান সহ্য হয় কিকে তার।
শরীরে বিরাজ করে পুরুষত্ব যার॥
আর কেবা অপমান দেখ সহ্য করে।
"কাপুরুষেরাই অপমান সহ্য করে"॥

অন্যকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিও না।

হাসিবার কত কাজ করেছ আপনি হে,
করেছ আপনি।
বারেক দেখহ তাহা মনে মনে গণি হে,
মনে মনে গণি॥
শিশুগণ! মনে মনে এই কর সার হে,
এই কর সার।
লোকে হাসিবার কাজ করিবনা আর হে,
করিবনা আর॥

হাসিবার কোন কাজ অন্যে যদি করে হে,

অন্যে যদিকরে।

বিদ্রূপ করিয়া কিছু বলিওনা তারে হে,

বলিওনা তারে॥

বিদ্রূপেতে তার হবে অসহ্য যাতনা হে,

অসহ্য যাতনা।

"অন্যকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিওনা" হে,

হাস্য করিওনা॥

পরমেশ্বরকে ভজনা কর।

শিশু হে।

একমাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে।

তিনি সকলের বন্ধু, তিনি হন কৃপাসিন্ধু,

দান করি কৃপা বিন্দু, যে সৃজিল সবারে,

ভাব সবে এক মনে দিবানিশি তাঁহারে॥

শিশু হে।

একমাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ, অগণন তারাগণ,

সতত করি ভ্রমণ, সেবা করে যাঁহারে,

ভাব সবে একমনে দিবানিশি তাঁহারে॥

শিশু হে!

একমাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে।
দেখ কিবা মনোহর, সিন্ধু নদী সরোবর,
করি কল কল স্বর, স্তবকরে যাঁহারে,
ভাব সবে এক মনে দিবানিশি তাঁহারে॥

শিশু হে!

একমাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে।
চেয়ে দেখ বৃক্ষ যত, সবে হয়ে বাতাহত,
করি সদা শির নত, প্রণমিছে যাঁহারে,
ভাব সবে একমনে দিবানিশি তাঁহারে।

শিশু হে!

একমাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে।
বকুলাদি বৃক্ষাবলি, হয়ে সবে কৌতূহলী,
সুখে দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি, পূজা করে যাঁহারে,
ভাব সবে একমনে দিবানিশি তাঁহারে॥

শিশু হে।

একমাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে।
সুশোভন মেঘদল, জল ভরে টল মল,

হয়ে সবে সচঞ্চল, ডাকিতেছে যাঁহারে,
ভাব সবে একমনে দিবানিশি তাঁহারে ॥
হে!
একমাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে!
পিক শিখি শুকসারী, ডালে বসি সারি২,
সুমধুর স্বর ছাড়ি, স্তুতি করে যাঁহারে,
ভাব সবে একমনে দিবানিশি তাঁহারে ॥
হে!
একমাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে!
অতি উচ্চ মহীধর, সবে হয়ে স্থিরতর,
চেয়ে দেখ নিরন্তর, ধ্যান করে যাঁহারে,
ভাব সবে একমনে দিবানিশি তাঁহারে ॥
হে!
একমাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে।
সুবিমল সমীরণ, ভ্রমিয়া পুষ্পের বন,
গন্ধকরি বিতরণ, ভাবিতেছে যাঁহারে,
ভাব সবে একমনে দিবানিশি তাঁহারে ॥
হে!
একমাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে।
যে অগ্নি সকল নাশে, সে অনল মহাত্রাসে,

াই ঊর্দ্ধশ্বাসে, দেখ ভজে যাঁহা
সবে একমনে দিবানিশি তাঁহারে
!
মাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে
শত যোগি ঋষি, হয়ে সব বনবা
ব তাঁরা দিবানিশি, পায় নাই যাঁ
সবে একমনে দিবানিশি তাঁহারে।
!
মাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে।
সয়া ভব ভবনে, নিরন্তর প্রাণপণে,
ন সব ধনজনে, চেন নাই যাঁহারে
ব সবে একমনে দিবানিশি তাঁহারে

বিজ্ঞাপন।

অধুনা সংস্কৃতের যে সকল পুস্তক মুদ্রিত হই
য়াছে তাহা দেখিয়া [illegible] আমিও সাহস পূর্ব্বক
এই পুস্তকের সর্ব্বার্থ প্রকাশ মুদ্রিত করিলাম। ই
হার প্রতি পদার্থ স্থলেই পরমার্থ বিষয় প্রকা
শিত হইয়াছে। সহসা অধ্যয়ন করিলে যদিও
দুরূহ বোধ হয় তথাপি মনঃসংযোগ করিয়া প
র্য্যালোচনা করিলেই সেই পারমার্থিক মাধুর্য্য অ
নুভূত হইবেক সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যে সকল
শব্দ এই পুস্তকে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ
বোধ সৌকর্য্যার্থ তৎ সমস্ত শব্দেরই অভিধান
সংকলিত করিয়া পুস্তকের শেষভাগে মুদ্রিত হইল
অতএব আপামর সাধারণে ইহার এক এক খানি
পুস্তক গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই শ্রম সফল জ্ঞান
করিব; অলমতিবিস্তরেণ।

তাং ১৫ শ্রাবণ
সন ১২।২।

শ্রীযাদবচন্দ্র ঘোষাল।

পঞ্চাশৎ বর্ণার্থ প্রকাশ।

অ, (পং) আদ্যক্ষর; বিষ্ণু, নিষেধ, যে শব্দের
পূর্ব্বে থাকে তাহার অর্থের অন্যথা হয়।

অনাদি অগোচর অচ্যুত অনন্ত।
অকল অখিল অপশুক অচিন্ত্য॥
অসীম অদ্ভুত অমর অনুগ্রাহক।
অনুপম অধিপতি অবস্থান অভ্রক।
অগ অদ্রি অপাংপতি অদ্রিকীশ এক;
অম্বর অধঃ অধিষ্ঠাতা অসু রক্ষক॥
অষ্টাঙ্গ অবনতিতে অস্মাদের অর্চনা।
অদ্বয় হব অঙ্গজই মম অর্চনা॥
অর্চা অর্চকগণ করেন অভ্যর্থনা।
অষ্টমঙ্গলে অর্চা অঘোরাদি অর্চনা॥
অবয়ব আছে অবাক অচিৎ অর্চক।
অধম অঘ অধমর্ণে অন্ধ অন্ধক॥
অনুতাপী দেখ অপরা যিহুদা দেশ।
অশ্বশালার অবতীর্ণ অবিনাশ যেশু॥

অঙ্গা অদ্ভুত অতিদান অবয়ব সব।
অষ্টে পৃষ্ঠে অস্ত্রঘা অসৃগ্ধারা অঙ্গ শব॥
অভিষিক্ত হৈয়া অগতি অধম লাগি।
অবহনন অবশেষেতে অঘ ভোগি॥
অপীব্য অপরূপ উত্তমর্ণ খ্রীষ্ট গো।
অসৃক মাখা অংহ্রি অর্হ অন্তে পাই গো॥

আ, (স্ত্রী.) আকার; দ্বিতীয় স্বরবর্ণ।

আমার আদ্দাশ যেশু কর হে আস্তিক।
আগস্ আকরে আকার অঘ আত্যন্তিক॥
আদিন আদম আগস্ আনিল আগে।
আবাল বৃদ্ধ বনিতা আদ্যন্ত ঐ ভোগে॥
আঁখি আঁধার হইল আস্বার আক্রোশ।
আরাতি আশীবিষের আশাও সন্তোষ॥
আগুনের আতসেতে আত্ম আর্ত্তনাদ।
আশু শুক্ষণি আসিদ্ধ অনন্ত প্রমাদ॥
আশু ধর যেশু আত্মা আভীল মোচন।
আহুতি আদ্যন্ত যেশু আস্যে আঘোষণ॥
আত্মিজ্য খ্রীষ্টই পিতার প্রতিম মূর্ত্তি।
আপনি আহুতি দিলেন আত্মা আকৃতি॥

আস্থা কর আস্তিক হৈয়া আত্মজগণ।
আরাম স্বর্গারাম পাইবে আমোদন॥
আশীর্ব্বাদ কেবল ও আক্ষেপ মোচন।
আশ্রয়ে আশ্রিত রবে খ্রীষ্ট আলোকন॥

ই, (পুং) ইকার; তৃতীয় স্বরবর্ণ; খেদ; মনস্তাপ।

ইকারে ডাকি ইঃ ইঃ সদাই ইকার।
ই ঘুচাই ইদানীং ইলিকা ইকার॥
ইহলোকে ইন্দ্রিয় বা ইতস্ততঃ ভ্রমি।
ইধ্ প্রভু ইষ্টু ইদং ইন যেশু তুমি॥
ইজ্যা দিয়া ইজ্যাশীল ইচ্ছায় হইলা।
ইষ্টি কৈলা ইষ্টিতে প্রাণ ইজ্যা করিলা॥

ঈ, (স্ত্রী.) ঈকার; চতুর্থ স্বরবর্ণ; কন্দর্প।

ঈক্ষণে ঈশ্বর যেশু খ্রীষ্ট ক্রুশাগন।
ঈশ্বরাত্মা ঈষৎ মনে ঈপ্সিত পূরণ॥
ঈড্য ঈশ্বর আপনি ঈড়া সবে কর।
ঈক্ষক ঈষৎ ঈক্ষণ কর ঈশ বর॥

(পুং) উকার; পঞ্চম স্বরবর্ণ; মহাদেব; রোষোক্তি।

উল্লঙ্ঘনেতে উপদেষ্টার উপদেশ।
উদাহরণ দেখ উচ্ছন্ন যিহুদীয় দেশ॥

উদার উচ্চমনা উদারাখ্যা উরণ।
উদধি মেখলাতে উর্ব্বীশ্বর উবন॥
উধার শোধি উল্বোলক উর্দ্ধে উদয়ন।
উডুপথে মহান উষ্ণাংশু উদ্দীপন॥
উদীয়মু কি যেশুখ্রীষ্ট নাম উদীরণ।
উংস উদ্ধারের উদ সদা উৎস্বেদন॥
উদনা উৎপাদক উৎপাদিকা উভয়।
উদকদান যেশুর উপাস্তে অভয়॥
উরগের উদ নহে উরণ উদার।
উর্দ্ধমুখে উজমনে পান কর তাঁর॥
উরস্কদ ঐ উর্বী খ্রীষ্ট উদারাখ্যা তাঁর।
উত্রাস জাবে উত্তরাধিকারী তাঁহার॥
উদ্গীত উচ্চৈঃশব্দে উজ্জ্বল্যু উপকারে
উদয়াস্ত নাই তথা যেশুই উদোতে।
উত্তরকালার্থে উত্তরসাধক জনি।
উপায় চাও যদি উপসন্ন এখনি॥
উক্ত তাঁর উক্তি উপেক্ষাকারী উর্ব্বীর।
উহারা উপাসক উদ উষবুধ বীর॥
উগ্রচণ্ডা উগ্রশেখরা উমা পতির।
উনাসুত উরুগায় ও উমা দেবীর॥

উচ্চদেব ঊর্ব্বশী উরগ উড়ুপতি।
উষ্ণাংশুকে নানা উপচার দিয়া স্তুতি॥
উপাসনার ফল উদর্চ্চিরঃ উত্তাপ।
উপায় হীন উপতপ্ত নরকে শাপ॥

ঊ, (পুং) ঊকার; ষষ্ঠ স্বরবর্ণ; চন্দ্র;
ঊর্দ্ধস্থ পিতার উৎসঙ্গে ঊর্দ্ধলোকে বাস।
ঊররি তব ঊর্দ্ধে লহ এ ঊন দাস॥
ঊনবুক ঊরণ আমি ঊর্জ্জস্বল অরি।
ঊর্জ্জস্বী কর ঊর্দ্ধের ঊর্দ্ধ্বতন ঊরী॥

ঋ, (স্ত্রী.) ঋকার; সপ্তম স্বরবর্ণ; অদিতি।
ঋজু ঋণমৎকুণ বাঁচাও ঋণ দায়।
ঋণময় যেশু ঋতে মোর বপু জায়॥
ঋত্বিক খ্রীষ্ট ঔঋণ মার্জ্জন আপনি।
ঋত জানি ঋক্য প্রভু গো কর অঋণ॥
ঋভুক্ষার বাধক বৈরি ঋক্ষের ঋষ্টি।
ঋক্ষ ন্যায় ঋক্ষ প্রায় লৈয়া তীক্ষ্ণঋষ্টি॥
ঋণমুক্তি দিলা ঋণদাতা ক্রুশোপরি।
ঋণশোধ কৈলা রক্তমাংসে কালহরি॥

ঋ, (স্ত্রী) ঋকার ; অষ্টম স্বরবর্ণ।

ঋকার নাম ঋভুক্ষা ঋকারের শ্বর।
ঋকার বাসি হে যেশু ঋকার উপর॥

ঌ, (স্ত্রী) ঌকার ; নবম স্বরবর্ণ। বেদ।

ঌকারবেদ ঌকার জয়ী ঈশ্বর।
ঌকার পাটে বুঝেনা বেশুর ঌকার॥

ৡ, (স্ত্রীং) ৡকার ; দশমস্বরবর্ণ। দেবের মাতা।

ৡকার তনয় ৡকার মাতা ৡকার।
ৡকার স্বরূপা ৡ পদতলে তাঁহার॥

এ, (বিং) একার ; একাদশস্বরবর্ণ ; এই . নিকটবং

একত্তম একই একরূপদী শ্রী যেশু।
একচিত্তে এক গুরুর এতহিঁ আশু॥
একেশ্বর যেশু এষ আমার এরস।
এহদঙ্গে এত ভার এ ইন্দ্রিয় দশ॥
একাদশের একাঙ্গ হব এক যোনি।
এদাসে এড়ক কর ধর্ম্মাত্মা জননী॥
এড়াব এ জঞ্জাল একান্তে যেশুতে।
একি জ্ঞান একাধিপতির প্রাণদানেতে॥

ঐ, (বিঃ) ঐকার; দ্বাদশ স্বরবর্ণ। স্মরণার্থ।

ঐহিক ঐন্দ্রিয়ক ঐশ্বর্য্য ঐন্দ্রিজালিক।
ঐশিক ঐকান্তিক ঐ সুখ ঐশ্বরিক॥
ঐশিক ঐশ্বর্য্য ঐ মাধুর্য্য যেশুতে।
ঐরি ঐ ছায়াবৎ ঐ পশ্চাৎ ঐ গো সঙ্গেতে

(বিঃ) ওকার; ত্রয়োদশ স্বরবর্ণ; এবং, সমুচ্চয়ার্থ

ওহে যেশু ওষ্ঠাধর মুক্তি দেহ দান।
ওষ্ঠে ওজস ওটন গুণ করি গান॥
ওকঃ হীন আমি দেহ কাল বরি ওকঃ।
ওষ্ঠাগত প্রাণ পাপে নাহি পাই ওকঃ॥
ওঝা প্রভু ওতুপ্রোত ও বিষেতে মরি।
ওঝামি করেছ তব রক্তে বিষহরি॥
শরস্বা ওঁ অ উ ম ত্রিত্ব দেবগণ।
ওমন ও ওষ্ঠাধর ওষ্কাদ এষণ॥

ঔ, (বিং) ঔকার; চতুর্দ্দশ স্বরবর্ণ।

ঔচ্চ সর্ব্বোপরি ঔৎকর্ষ ঔদার্য্য যেশু।
ঔরগ ঔৎপাতিকে ঔচিত্য দণ্ড আশু॥
ঔবলে ঔরৎ ঔরগ ঔপম্য রাখিল।
ঔ পায়িক গেল ঔৎকট্য ঔর্দ্ধ দহিল॥

অং, অনুস্বার।

অংশু ধর যেশু মনে দেহ অংশু-জ্বালি।
অংহ অংহিতে নাশিও অংসে ক্রুশ তুলি
অংশুমৎ অংহ্রি ও অঙ্গ রক্তেতে অঙ্কিত
অংহ্ রাজাকে কর অংহি্স্কান্ধ চূর্ণিত॥
অংশল অংশুময় সর্ব্বাংশে অঙ্গী অঙ্গ।
অঙ্ককে রাখ ঐ অংহ্রি ছায়া অঙ্কে নঙ্গ॥

অঃ, বিসর্গ।

অঃ অঃ যাঃ গিহোবঃ যেশু এবপুঃ দুঃখ।
আয়ুঃ মোর ক্ষয় মনঃ দুঃখে দেহ সুখ॥

প্রথমসর্গ ককার।

ক, (ক্লীং) জল; মস্তক; (পুং) ব্রহ্মা.
বায়ু; সূর্য্য; আত্মা।

ক, ককার কন্দ যেশু কৃপয়া কলেবর।
কাশ্যপা কলুষময় করাল কঠোর॥
কলিন্দ খ্রীস্ট কলানিধি কৈলা কুশল।
কালবরি কটকীতে ক্রুশেতে কোমল॥
কি কৃপা কুর্পর হেতু কাঁটার কিরীট।
কৃতান্ত সম কালিঙ্গ কুল করে টিট॥

করেও ক্রমে কীলক ক্রমিক রুধির।
করপুটে কয়েক কুলবতী অস্থির॥
ক্রন্দন করতঃ শোকে চক্ষে বহে নীর
কায়াপ্রাণে ক্রতু করিলেন মহাবীর॥
কালিঙ্গকাল কালীর ফুরাইল কাল।
কপালের ক্রমে কর্ষণ হইল ভাল॥
কম্প করি কালবরি কটকী বিদীর্ণ।
কঙ্কার ঙ্কার কম্পে হইল বিকীর্ণ॥
কৃপাগরের কৃপার্থে করি হে কামনা।
কিঙ্করের কালবরি আশ্রয় বাসনা॥
ক্রুর কৃতান্ত কবল করে প্রায় অরি।
কাতুরা ভুলায় ক্রুশ খ্রীষ্ট কালবরি॥
করাঞ্জলি করতঃ করিতেছি নমস্কার।
করিয়াছি কঙ্করাধিক কত কদাচার॥
কটি কাটরিধি ক্রমশঃই কত বার,
কুর্পরের কেবল কষ্ট কলুষ ভার॥
করিয়াছেন করার করিবো উদ্ধার।
করও ক্রম রাঙ্গা ঐ কারণ তোমার॥
কায়মনে করিতেছি কাকুতি ক্রন্দন।
কাঁধে ক্রুশকেতু করে করিব কীর্ত্তন॥

দ্বিতীয়সর্গ খকার।

খ, (ক্লীং) শূন্য; বিন্দু; আকাশ;
(পুং) সূর্য্য; দেবলোক।

খ, খগবতীর তুমি বিখ্যাত হে খ্রীষ্ট।
খগোলের খুল্লম খ্রীষ্টই খারা শ্রেষ্ঠ॥
খর্ব্ব হইয়া খ্রীষ্ট খ্যাতি খগবতীতে।
খিদ্যমানে খেদ করি খলে ফেল খাতে॥
খেদিতের ত্রাণের খনি যেশুই খান।
খইনে পাপে পড়ি খোজি নাহি বিশ্রাম॥
খ্যাত খ্রীষ্ট খ্যাতি সুনিয়াছি আমি খোর।
খো মনে খেঁচাও যেশু দিয়া প্রেমডোর॥

তৃতীয়সর্গ গকার।

গ, (ক্লীং) গণেশ; স্বর্গবাদ্যকর।

গকার গলস্তন সম গজ বদন।
গগন কুসুমদের গতপ্রভ গণ॥
গগন ধ্বগ যেশু গতি বিহীনের গতি।
গতপ্রভ গন্ধমাতাতে যেশু গভস্তি॥
গরলীব গর্জ্জন গুলফে কৈলা ঘাতন।
গুণনিধি গুণ কৃতের গুণ গাওন॥

গড্ডলিকা গণে গদ গদ মনে গায়।
গণবন্ধে গমন করে পিছে পিছে ধায়॥
গুরুপাপি গণ্ডমূর্খ গৃহ মনি শূন্য।
গণ্যও নই গভস্তিহীন তৈল জন্য॥
গতায়ু যেশু কর গন্তার্থ গতিবিহীন।
গবেষণ করতঃ গৌরব গাহি দিন দিন॥

চতুর্থসর্গ ঘকার।

ঘ, (ক্লীং) ঘণ্টা; ঠুন্ ঠন্ শব্দ।

ঘ, ঘকার ঘর ঘর বাজে ঘন স্বন।
ঘটনকর্ত্তা ঘৃণি যেশু হৈলা ঘাতন॥
ঘোর ঘাতকে ঘেরে দিল হস্তে পদে ঘা।
ঘনবীথি ঘনস্বন করে ঘন ঘন আঃ॥
ঘন ঘন ঘটিকা ঘাতক ঘূর্ণিতে।
ঘৃষ্ট হউক ঘাতন পাউক ঘুটিতে॥
ঘূণিত লাগি যেশু রক্ত ঘর্ম্ম দেহেতে।
ঘরে ঘরে ঘোষাণ ঘোষণা হউক ঘটাতে

পঞ্চমসর্গ ঙকার।

ঙ, (পুং) বিষয়স্পৃহঃ ; ভৈরব

ঙকার নাই যেশুর ঙকার পূরক।
ঙকার দান অরি ঙকার নারক॥
ঙকার মম ঙপদ বাঞ্ছাযুগলপদ।
ঙকার পুনঃ নাশহ ঙকারের মদ॥

ষষ্ঠসর্গ চকার।

চ, ক্লীং) শিব , চন্দ্র , চোর ; কচ্ছপ।

চকার চক্রভেদনীর যেশু চটুল।
চন্দ্রকান্তার চকারে চমকে ব্যাকুল॥
চেতনেশ্বর পাটান চিন্তাসঙ্গময়।
চার চক্ষুঃ খ্রীষ্ট চমৎকার তনয়॥
চিত্রোক্তি চটু চক্ষুঃ জন কৈল শ্রবণ।
চিত্রকণ্ঠের ন্যায় চিদাত্মা অবহরণ॥
চেতনে সহিত চেতন চেতনেশ্বর।
চরণে বহে চর্ম্মজ অধ চক্র ধর॥
চাহিলাম চর্ম্মজ চরণামৃত পান।
চিন্তনে চারুফল চোতন পাই দান॥
চুষণ করিয়া চৈতন্য হৈল চিত্ত।
চারি দিক চরণতলে চাই চ চ্যুত॥

চক্রপাণি চক্রমণ্ডলী চক্রভৃৎ চক্রী।
চণ্ডালিকা চারুগর্ভের জনক বক্রী॥
চাম হৈলো চণ্ডীর চত্বরের কাল।
চক্ষে দেখি চক্রধরের চুর্ণন ভাল॥
চক্রবাল চক্রবান্ধব চটুলা চঞ্চল।
চমৎকৃত চমূমেঘ চমূসজ্জা সকল॥
চন্দ্র চন্দ্রিকা চপলা চিকুর চমকিতে।
চর্ম্মজ চিহ্নিত চরণ ধর চিহ্নে॥

সপ্তমসর্গ ছকার।

ছ, (বিং) তরল, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, সংবরণ।
(পুং) গোপন, লোপ।

ভাবেতে ছত্রয়ে ভাবি ছ নহি ছার।
ছ কর ছার মন ছ নহে ছারখার॥
ছায়াভৃৎ যেশু কল্মষ মাঝে ছটাময়।
ছাগ সম ছিছি লোকে খোজে ছিদ্রচয়॥
ছাঁকনি মনা যাজকগণ কৈল ছল।
ছাঁদনে বান্ধে ছুর্পণে আনিল সৈন্যদল॥
ছমুণ্ড ছাওয়াল কৈল তাঁরে ছাত্রবিগণ।
ছেপ দেয় ছড়িতে পিটে চর্ম্ম ছেদন॥

ছড় ছড়িতে পড়ায় রুধিরের ধারা।
ছাত্রগণ ছত্রভঙ্গ যেশু ছাত্র হারা॥
ছেদিকের ছেদে ছটপটান কাতর।
ছিলোকে ছলে চাহিল বরব্বা তস্কর॥

অষ্টমসর্গ জকার।

জ, (পুং) শিব ; বিষ্ণু ; জন্ম ; পিতা ; মাতা ; ভোগ ; বিষ ; আলোক ; বেগ ; ভূত ; প্রেত : (বিং) শীঘ্র ; ভুক্ত ; জীত।

জয় জয় জগদীশ জীবের জীবন।
জীবের যেশু জীবাধান জীবের জীয়ন॥
জল্লাদ জোরে কালবরি জগতি ধরে।
জীবের জীবনাকরে দিল ক্রুশোপরে॥
জলুয়ের ঘা মারে গো যুগল করে।
জঙ্ঘপুগ জনো জীবের শোণিত ঝরে॥
জনপদের জুতল জনব বল্লভ।
জিতেন্দ্রিয় জজ্ঞ জগৎ জয়ী দুর্লভ॥
জননী জনক জম্পতী সজল নয়ন।
জীবনান্ত দেখিয়া যাতনায় ক্রন্দন॥
জলি জলধর জগদ যোনি কম্পিত।
জ্যোতিষ্কা জনাস্তিক যেশু জন্য তাপিত॥

ঋীবের অঙ্গ পূগ নাশিবারে জ্বলন
জনাশন জম্ভভেদী হইল পতন ॥

নবমসর্গ ঝকার।

ঝ (পুং) ঝঞ্ঝাবাত; জল; বর্ষণ; বৃহস্পতি;
দৈত্যপতি; শব্দ; (বিং) নিদ্রিত; নষ্ট।

ঝকারের ঝকার ঝকার করি নাশ।
ঝকার লোকেরা ঝটকাতে পায় ত্রাস॥
ঝকেকে যেশু ঝটিতি দেন ঝড়কন।
ঝড় ঝটকা ঝট ত্রাসেতে ঝামরণ॥
ঝকারবৎ জীবে ঝাপসাতে অন্ধ প্রায়।
ঝল ঝল যেশু ঝুণ্ড লোকের উপায়॥
ঝর্ঝর শোণিত ঝরে ক্রুশের উপরে।
ঝঞ্জ কন্ট গো ঝাঁঝরা মনাদের তরে॥
ঝাঝরির গুণ ঝরাইয়া সার অংশ।
ঝরণীপরে ঝাঁইঝামা অসার ভ্রংশ॥
ঝঞ্ঝা রূপ শমন ঝড়েতে আসিবেক।
ঝম্পে শেষ দিনে ঝাঁকনেতে টানিবেক॥

দশমসর্গ ঞকার।

ঞ, (পুং) শুক্র; ষণ্ড; যোগী; গান, শব্দ;
ঞি. প্রত্যয়বিশেষ; ধাতুর অনুবন্ধ বিশেষ.
প্রেরণার্থ বোধক।

ঞকার পশুলোকে ঞকার জাত কহে।
ঞকারের ঈশ্বর যেগু ঞকারে রহে॥
ঞকার আনন্দ ঞকারেতে দূতগণ।
ঞ, জয় জয় ঞকার শুনে রাখালগণ॥
ঞ শুন দাসের ঞ তে কর আগমন।
ঞ করি সদা করহে ঞকার গ্রহণ॥

একাদশসর্গ টকার।

ট, (পুং) শব্দ; বামন; চতুর্থাংশ।

টকার মহাটকার এ টগুাই কার।
টার ছেড়ে টকার টঙ্কারের টকার॥
টেরচাভাবে দেখি টের পাইবার তরে।
টহলানে দেখি কাঁটার টোপর শিরে॥
টেটার টোকরের ঘা কক্ষে বহে ধারা।
টাঙ্কান দেখি যুবা ক্রুশে গজাল মারা॥

টক্ টক্ টঙ্কন রাঙ্গা চরণ যুগল।
টুন্টক আমি টনকে টনক বিহ্বল॥
টের পাবে টোকক টুন্টক লোক যত।
টট্টুর বাজাবে দূত টানিবেক দ্রুত॥

দ্বাদশসর্গ ঠকার।

ঠ, (পুং) প্রতিম; দেবতা; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু; শিব; মহাধ্বনি; অতিশয়শব্দ; চন্দ্রমণ্ডল; সূর্য্যমণ্ডল; শূন্য।

ঠকারের ঠকার ঠকার নির্ম্মাণিলা।
ঠক্কুর ঠাকুরাণী ঠকারেরে ঠাসিলা।
ঠক ঠগানি ঠেঁটা ঠেকারকারিগণ।
ঠেলে লইবেই কি করে ঠোঁটে তখন॥
ঠেলন করেছো আজ্ঞা ঠৌর কর শীঘ্র।
ঠুলি দিয়া ঠকারে লইবে মৃত্যু ব্যাঘ্র॥
ঠেস কে তথায় ঠেকিবে ঠক ঠকীতে।
ঠাহর ঠিক কাঠে কীট ঠোসা অগ্নিতে॥
ঠকারের প্রভু শুনি সুঠকার ধ্বনি।
ঠুটা হস্ত ঠেঙ্গহীনে পদ দেন যিনি॥
ঠকরি নহে প্রভু যেশু ঠিক সর্ব্বাগ্র।
ঠৌর যাবে ঠেক নাহি পাবে ফির শীঘ্র

ত্রয়োদশসর্গ ডকার।

ড, (পুং) শিব; শব্দ; ধ্বনি; ত্রাস, বাড়বাগ্নি, বাদ্য; যন্ত্র বিশেষ।

ডকার ডমরে ডমরু ফেলে পলাকে।
ডকার পাইবে ডরনে তূরীর ডাকে॥
ডয়নে ডাক শুনে ডরে ডরুক হবে।
ডকার ডাকিনীগণ ডলন হইবে॥
ডাক প্রচারক ডি ডি ডকে খ্রীষ্ট ভাই
ডকার এইরূপে ডোল চারি দিগে চাই॥
ডাক্তার মত শমন ডয়নে ডাকিবে।
ডকার অনন্তানলে ডহরে ডুবাবে॥
ঢাকি প্রিয়গণ ডঙ্কা বাজে ঘন ঘন।
ডরাজুভাবে ডুকরণে সহিত মন॥
ডাকেন যেশু ডিম্ভক করিতে আশু।
ডিম্ভবৎ আমি ডলন যাই কর যেশু॥

চতুর্দ্দশসর্গ ঢকার।

ঢ, (পুং) ঢক্কা; কুক্কুর; ধ্বনি।

ঢেঁড়রা যেশু নামের ঢের শুনেছে।
ঢকার লোকে ঢনটি ঢক্কারী ত্যজিছে॥

ঢকারের মত ঢিল ধাও কাষ্ঠ ঢেলা ।
ঢপ্ আছে ঢপ্ নাই ঢপ্ মন্দ শিলা ॥
ঢকার ঢকার শুনি ঢাক ঢোল বাজে ।
ঢক্ক ঢক্কে ঢুন ঢন ঢের ভূমি মাঝে ॥
ঢলা হইলাম ঢাণ্ডা তব বাক্য লইয়া ।
ঢমন করে ঢক্কে বাঁঢাও ঢাল দিয়া ॥

পঞ্চদশ সর্গ ণকার ।

ণ, (পুং) জ্ঞান ; নিশ্চয় ; শিব , বিন্দুদেব ,
অলঙ্কার ; জল ; কিম্বা শ্রীষ্মাগার ;
ভূলোক ; অসম্মতি ; শব্দ ; দান ।

ণত ণকার নির্ণয় করিয়া ণকার ।
ণকার আকর প্রভু ণকারালঙ্কার ॥
ণকার করে ণকার ভূদেবের চর ।
ণকারময় ণকার কৈলা কলেবর ॥

ষোড়শসর্গ তকার ।

ত, (পুং) চোর ; অদ্ভুত ; পুচ্ছ ; ক্রোড় ; গর্ভ ; লাঙ্গুল ;
তুষ ; ভূলোক ; রত্নবিশেষ ; (ক্লীং) পুণ্য ।

তং ত্রাতা তকারময় তকারে উদয় ।
তং তনু কুমারীর তকারে জন্ম হয় ॥

ত্রয়ের স্বয়ম্ভ্যত্বং ত্রাণার্থে তীর্ণ তক্ষাকর।
ত্রিবিষ্টপস্থ তাতার তকারস্থ তনয়॥
তারা দেখে ত্রিকালজ্ঞ তারা ত্রাতা কয়।
তবীষ তর্ণ শান্তি বাহিনী তুণ্ডে গায়॥
ত্রাণোত্তীর্ণ তীক্ষ্ণ তানে তিমিরেতে জয়।
ত্রাণাগত ইম্মানুএল তর্ণিতময়॥
তনুত্যাগি তিমিরের ছায়ায় তপন।
তলোদরী তারা তনয় তনয়া গণ॥
ত্রাতার তকারে তারা করি সমর্পণ।
ত্রাতা স্তুতি শুনিয়া তর্ণ করিয়া গ্রহণ॥
তর্ণের শিরে হস্ত দিয়া আশীষ দেন।
তরল তর্ণমনঃ তাঁকে স্বর্গে গ্রহণ॥
ত্বং আত্মা তাত ত্রয় ত্রিত্বে একত্ব জ্ঞান।
তল্লজ সম্বাদ তলিনে তন্ন তন্ন ধ্যান॥
তদভ্যাস তব দাস ত্রাণ তোয় ত্বং দান।
তমঃ তে মাতা মোরে তকারে দিয়া স্থান॥
তাহার তরে তঙ্কমনে তঙ্কী সন্ধান।
তচ্চিন্তা তুষ্টিক ভাবে ত্বং বেশুই ত্রাণ॥
তোমার তোদে ত্বগজ তনু রস ঝরে।
তব দাসার্থে তরু নখের তাজ শিরে॥

তরঙ্গের তরণি তুমি যিশু তরাণ ।
তারিতে তনয় তনয়া ত্বং তনু দান ॥
তপস্যাতে তনুকে তনু করিলা তল ।
তনুত্যাগি নরের তরে ত্বং তলা তল ॥
তারিতে তৎ তল নাশিলা নরকবল ।
তৃণ মৎ কৃণ তুমি তাদর্থে অধতল ॥
তলের তপস্যা তীরিত ত্বরা হইল ।
তৃতীয় তর্ণি দিনে মৃত্যুঞ্জয় উঠিল ॥

সপ্তদশ সর্গ থকার ।

(স্ত্রীং) রক্ষণ ; মঙ্গল ; ভয়, ধ্বংস . (পুং) পর্ব্বত ;
রক্ষক , ব্যাধিবিশেষ ; ভয়চিহ্ন ; ভক্ষণ

থকার সম্বাদ স্থানে স্থানে থাক স্থাপন ;
থকার বৎ লোকে থকার করে স্থাপন ॥
থানাদেখি দেবের থর থর কম্পিতমন ।
থকারে দেখি ক্রুশের থকারদর্শন ॥
থুংকারেতে থাপড়াইয়া থকারগণ ;
থকার কালবরিপরে থামে বিক্ষণ ॥
থুবড়ুন হৈয়া থুতি করিহে প্রার্থন ।
থ হীনের বিশ্বাসের থাম খ্রীষ্টহন ॥

অষ্টাদশ সর্গ দকার ।

দ, (স্ত্রীং) ভার্য্যা ; (বিং) অচল ; দাতা ;
(ক্লীং) দান ; ভাগকরণ ।

দণ্ডদাতা শুনিয়া দকারের বচন ।
দারার বাক্যে পিলাতের দরিভ্রমন ॥
দ্বয়মনে দুই দিগ দণ্ডধর্ম দর্শান ।
দকে দুইকর ধুইয়া নির্দ্দোষ জ্ঞান ॥
দিল দণ্ড দাতা দণ্ডনায়েকের করে ।
দ্রুনথের মুকুট দিল যেশুর শিরে ॥
দণ্ড নায়ক লৈয়া গেল দর্জিরোপরে ।
দুর্ব্বৃত্তদ্বয় দুই দিগে মধ্যে যিশুরে ॥
দণ্ড কাষ্ঠে দেয় হস্ত পদ দ্বয়ে ঘা ।
দারুণ প্রেকের দরদ রক্ত নাথাগা ॥
দিননাথ অর্দ্ধদিনে হৈল দিনাস্তক ।
দরিতে দারুণ হইল দন্দর ত্বক ॥
দাস দাসী দেগে ক্রুশ দিবোক্কারন্যায় ।
দৃক্পাৎ তৃষ্ণায় দেখে সরুধির পায় ॥
দহন করিলেন দীননাথ অনন্ত ।
দান সৌণ্ড দীনের লাগি হৈলা দৃষ্টান্ত ॥
দয়ায় করেছদান দেয়্যা ভুমির কর্ত্তা ।
দারুণ পাপে দগ্ধহই দুর্দ্দিনে ত্রাতা ॥

দুর্ব্বল দাসের দূর করহ দুর্গতি।
দ্বেষকরি দূষ্য কর্ম্মে দাও দান্ত মতি ॥

ঊনবিংশ সর্গ ধকার।

ধ. (ক্লীং) ধন. (পুং) ব্রহ্ম; কুবের; ধর্ম্ম;
ধ ক্রুশ ধ্যানেতে ধীন্দ্রিয়েতে বহেধারা।
ধন ধর্ম্ম কালবরি ধর তলে ধরা॥
ধ হীন অধর্ম্ম ধারে ধ্বান্ত ছিলধারা।
ধর্ম্মময়ের ধৃক্তিতে হইল সু ধারা॥
ধর্ম্মাত্মার ধৃক্তিত ধন্দা হবে ধাবন।
ধূম্রলোচনের ধী বং কর ধীর মন॥
ধৈর্য্যহৈয়া ক্রুশ স্কন্ধে করিল ধারণ।
ধরণিতে সর্ব্ব ধামে ক্রুশের ব্যাখ্যান॥
ধূপ ধুনা উপচার বলি আদিদান।
ধর্ম্মময় ধরিত্রীর কিছু নাহি চান॥
ধরায় ধর্ম্মার্থে দিলেন ধড় ও প্রাণ।
ধন্য যেশু করেছ পাপধার মার্জ্জন॥
ধ্যান এই ধ্বংস না হই ধর্ম্ম বিচারে।
ধ্বংসক ধ্বংসনার্থে পশ্চাৎ ধাওনে কেরে॥
ধর্ম্মধ্বনি রূপ ধারাঙ্গ দেহ এ কিঙ্করে।
ধ্বান্ত রাজাকে ধ্বংসিব ধারাঙ্গের ধারে॥

বিংশসর্গ নকার ।

ক্রিং নিং) নহে ; নিষেধ (পুং) বৌদ্ধ . ... বন্ধন , বন ; দান ; প্রশংসা ।

নিস্ত্রিংশ ন কৈলে ন করিব নাগসঙ্গে ।
নির্ঘাত করিব নাশীর নিটঙ্গ ভেঙ্গে ॥
নভাক মধ্যে নিগড়ে বদ্ধ নর গণ ।
নফর হৈয়া নাশীর নিদেশ গ্রহণ ॥
নিষেধ করি নকার কর নাশ্য বচন ।
নরান্তকের নিয়ম না কর পালন ॥
নিষ্ঠুর সেই নরীকে কৈল নিষ্কাশন ।
নারী নানা নগ নেত্রে করিত নেহারন ॥
নিদেশ কৈল ভগ্ন বোধ পাইলনগ্ন ।
নগ তলে নিঝুম হৈয়া পাপে হলমগ্ন ॥
নিত্য নরের নিত্য সুখেতে নিরঞ্জন ।
নিঃশেষ হইল নর নরীর জীবন ॥
নিশাপাল হইল এদন উপবনে ।
নরহইল নশ্বর নিদেশ না শুনে ॥
নিবাস ছিল নিঃ শঙ্ক নিরন্তর সুখ ।
নরে নির্ব্বাসন দিলে নর অধোমুখ ॥

নিস্তারক খ্রীষ্ট করি নূতন নিয়ম।
নারীর গর্ব্ভেতে হইব নূতন আদম॥
ন গণে ন করে নাথে নাগে নিকারণ।
নরমেধ হইয়া নরক কৈলা মার্জ্জন॥
ন্যুব্জ নেংড়াকে সুস্থ নুলারে দিলাহস্ত।
নীরনিধিকে নিদেশে করিলা নিরস্ত॥
নর ত্বরা খ্রীষ্টনামে হও নামাঙ্কিত।
নমস নম্রক তিনি না হও শঙ্কিত॥
নরকীলক নরকুল নাহও কভু।
নভের নমস্য তিনি নরেশ্বর প্রভু॥
নির্ম্মল নিষ্পাপ নিত্য নিশ্চল আপনি।
নৃপতির নৃপবর ত্রাতা নভো মণি॥
নশ্বর নরআমি নীরবহে নেত্রেতে॥
নর্ত্তর খ্রীষ্ট নাথে নয়ন ঐ ক্রুশেতে॥
নিম্ননরে নলকীল গাড়ি করে নতি।
নাথের নাথ শুনহে অনাথার স্তুতি॥
নিখুঁত নাহৈলে নরক যাত্রা নিশ্চয়।
নিশ্বাস নিস্বন রহিতে কর নির্ণয়॥
নচেৎ নৈকট্য নরকের নাচি কেতু।
নিত্য নির্ব্বাণ নাই জ্বলনীয় ধাতু॥

নিবেদি নরগণ না হইও নিধন ।
নরকে নিরাশ নিরুপায় নরগণ ॥
নিখিল নরের নেত্রে নেত্রাম্বু নয়ন ।
নিরাহার নগ্ন নিষ্প্রভ নিরস রসন ॥
নিরনাহি নিত্য নিরচায় ঘনাঘণ ।
নর শব অগ্নির মধ্যে দন্তদলন ॥
নেত্রে নাহি নিদ্রাহবে নভোমনি নাই
নরকেতে নিত্য নিগ্রহ নির্ঘাত ভাই ॥

একবিংশতি সর্গ পকার ।

প, (পুং, রাজপুত্র ; শাস্তা ; পবন ; পত্র)

প রূপে পয়োধরেতে পরম পকার ।
পুরাতন পুন্য গ্রন্থের ঐ অঙ্গিকার ॥
প্রিয় হে প্রয়াগের পথে কেন ধাবন ।
পুনা পাবেনা পণ্ড প্রিয়র পর্যাটন ॥
প্রাজ্ঞতাকর পূর্ব্বাপরের পর্য্যেষণা ।
প্রতিমা পূজা পূজার্থে পূজারী দক্ষিণা ॥
প্রাতঃস্নান পূজা প্রণিপাত প্রদক্ষিণ ।
পটল পুরাণ পাট প্রায়শ্চিত্ত দিন দিন

পচত পূষাকে প্রণাম পাদ্যার্ঘ্য দান।
পদার পাদোদক পানিতে লৈয়া পান॥
পূজিল করি পুত্রার্থে কর প্রাণপণ।
পঙ্কেতে পুদ্গল যে প্রাণি প্রপঞ্চেমন॥
পাপি পাপ ময় পাপে পুঞ্জুত্ব পতন।
প্রসবন পাপে প্রভুর শাপে ধ্বংসন॥
প্রভুর প্রোক্ত পুনুহে করিপ্রকীর্ত্তন।
পারে পাপে ত্রাণ পড়হ ধর্ম্ম দর্পণ॥
পরমেশ্বরের প্রোক্ত প্রথমেতে হয়।
প্রভা হউক প্রোক্তে প্রভায় প্রভাময়॥
পয়োধর পয়োধি পৃথ্বী পল্লবী প্রাণি।
পতঙ্গ পাকস পশু পোকা সর্ব্ব যোনি॥
পর্য্যবধি পুবা প্রভা হেত্ত প্রভু দিলেন।
প্রথম দিনকে পদ্মপাণি ডাকিলেন॥
পরে পৃথ্বীতে প্রাণি পরিপূর্ণ হইল।
প্রভুর প্রতিমূর্ত্তিতে পুরুষ জন্মিল॥
পুং পঞ্জরে পত্নী প্রশ্বাসে সজীবপ্রাণী।
পুরুষ আদম প্রকৃতি হবা জননী॥
পেশল এদনে পতি পত্নী পূত মনে।
পরাং পরের পুত্র পুত্রী ঐ দুইজনে॥

পৃদাকু পূতাত্মা পিতার প্রসাদ পান।
প্রত্যেক পাদপে ফল প্রফুল্লেতে খান॥
প্রমাদ পড়িল পরে পাপাত্মার মনে।
পন্নগ প্রবেশিল প্রকৃতির কাননে॥
প্রোক্ত ছিল প্রজ্ঞপ্তি পল্লবী অস্পার্শন।
প্রাণান্ত পাদপের ফল নহে প্রাশন॥
প্রবঞ্চক প্রতারণায় বলে ওগো নারী।
পল্লবীর ফল প্রাশন নয় বোধ করি॥
প্রকৃতি প্রীত বাক্যেতে প্রীণমিষ্টভাষে।
পিতৃ প্রোক্ত ফল প্রাশনে পঞ্চত্বশেষে॥
প্রবোধে প্রপঞ্চ দিয়া করায় প্রয়াস।
পেশল ফল দেখি প্রস্থুর পূর্ণআস॥
প্রতারক প্রাশন করাইয়া ফল।
পাপে পঞ্চত্ব পতন করাইলখল॥
পর্য্যুদস্ত হইল এদন প্রবেশের।
প্রহরি পাহারা পথ দ্বারে কিরুবের॥
পিতার দশা পরিশ্রমে ঘর্ম্মান্ন মুখে।
প্রসূরে এই প্রহৃত প্রসূতিজ দুঃখে॥
পন্নগে কহিলেন প্রকৃতির পুত্রেতে।
পরস্পর বৈরি নরা পৃদাকু বংশেতে॥

প্রকৃতি পুত্রের পদে তোর দন্তাঘাত ।
প্রতিশ্রব পুত্রদ্বারা তোর শিরেপাত ॥
পিতা পুত্র পরমাত্মা একই ঈশ্বর ।
প্রথমে প্রোক্ত ঐ প্রোক্ত সহিত অমর ॥
পিতা পরমেশ্বরের প্রেম পৃথ্বীপর ।
প্রাণস্থল হৈতে প্রাণে পাঠান সত্বর ॥
পূর্ণ ঐ প্রোক্ত আঠারশত পঁয়ষট্টি ।
পঞ্চত্বপ্রায় প্রাণির প্রতি হইল দৃষ্টি ॥
প্রত্যক প্রত্যক মধ্যে দাবিদ নগরে ।
প্রভুর প্রৈষ্য পঁহুছিল মেরির ঘরে ॥
প্রত্যক্ষ দূতে করে প্রত্যাদেশ প্রদান ।
প্রকৃতি পর্ষৎ মধ্যে মেরি ধন্যা প্রধান ॥
প্রকৃষ্ট প্রভু ভক্তি কুমারি প্রদর্শন ।
প্রত্যেক প্রাণরক্ষা তৎ গর্ব্ভে প্রসবন ॥
পরমাত্মা দ্বারা প্রসব করিবা পুত্র ।
পবিত্র পাবন যেশুনাম রেখো মিত্র ॥
প্রসহ্য মেষ পালকেরা পাইল রব ।
প্রত্যাদেশ প্রকীর্ত্তন বাহিনীর স্তব ॥
পদান পর পর প্রমুদিত মুখে ।
প্রান্তরে পালকগণ প্রাণভয়ে দেখে ॥

প্রবোধ দিয়া পালকগণে কহে বচন।
পৃথিবীতে নব নৃপ প্রতিম কাঞ্চন॥
পরাৎপরের পুত্র ঐ কর প্রদর্শন।
পালকগণ প্রস্থানে পুলকিত মনঃ॥
পঁহুছিয়া পশুর প্রগ্রীবে প্রবেশন।
পাইবাতে প্রগ্রীব পরমানন্দ মন॥
পালঙ্ক বিনা পশুর প্রাশন পাত্রে।
পূত বেশুরে দেখি পল ফুটিছে গাত্রে॥
প্রগ্রীব পচত্ত ময় প্রদর্শন করি।
পরিধানে প্রায়গো পাপি অবতরি॥
পরস্পর বলে পরিপচত্ত হবে কি।
পরমবন্ধু যিনি রূপ অপরূপ দেখি॥
প্রশংসা প্রচার করে প্রাঞ্জল অন্তর।
পরমেশ্বরের পুত্র প্রপঞ্চ উপর॥
প্রথম আদমের প্রতিশীর্ষ আদম
পাপির সঙ্গে পুন্যবান প্রভু উত্তম॥
প্রভুখ্রীষ্টের প্রশংসা প্রচারক জন।
প্রভুর পাত্বর নত করে প্রকাশন॥
প্রান্তরে প্রবোদ্ধা প্রত্যেকে করে প্রচ্ছন
প্রভূত প্রাণি প্রত্যয়ে পায় মনা॥

পাপ পরিপূর্ণপাশ টানা নাহি যায়।
পিতর প্রভু জ্ঞাতে পশ্চাদ বর্ত্তী ধায়॥
পতিহীনা প্রকৃতির একমাত্র পুত্র।
পঞ্চত্ব হৈলে তার পাথিস বহেনেত্র॥
পশ্চাতে প্রাণকান্দে তার পৃথ্নুশ্বর।
প্রাণাকর যেশু প্রোক্তে প্রাণ দেনতার॥
পক্ষা ঘাতি পঙ্গু প্রভুর প্রোক্তে লম্ফন।
প্রদরি প্রবীন পীড়া করে পর্য্যটন॥
পাপাত্মা প্রেতাদি প্রোক্ত মাত্রে পলায়ন।
পয়োধিতে পদব্রজে প্রভু পর্য্যটন॥
পিতৃকাননে লাজার চারিদিন শোয়া।
প্রভু উঠান প্রোক্তেতে পুনু প্রাণদিয়া॥
প্রত্যেক পল্লিতে প্রভু কৈলা পর্য্যটন।
পরিত্রাণের প্রচ্ছনা প্রবুদ্ধ করান॥
প্রথম পুরুষ প্রতিমূর্ত্তি পুন্যবান।
পাপ কৈল পুন্যগেল পরেপাপ জ্ঞান॥
প্রভিশ্রব পূর্ব্বেতে পৃথ্বীতে পহুছন।
প্রায়শ্চিত্তে প্রতি নিধি পাপির পরান॥
পাপির প্রতিশীর্ষ আমি দিব সপ্রণ।
প্রভু পুদ্দালে প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যবসান॥

পাণি পদেতে প্রচুর প্রেকের প্রহার।
পর্ব্বতোপরে পিনাকে পঞ্চত্ব যাঁহার॥
পিতৃকাননে পাষাণ পালঙ্কে পতন।
পরে পৃথুল পাতরে পথ প্রচ্ছাদন॥
প্রহরিগণ প্রবুদ্ধতে পরিবেষ্টন।
প্রভু পরলোকে প্রত্যেককে প্রদর্শন॥
পদ্ম পাণিকে পয়োধর করে প্রচ্ছন্ন।
পুনঃ পদ্মবন্ধু প্রকাশিল মেঘ ভিন্ন॥
প্রাদুর্ভাবে পঞ্চত্বকে করে পদাঘাত।
প্রসহ্য পরঃশ্বতে প্রভু দিলেন সাক্ষাত॥
পরে প্রকৃতি প্রেরিতগণে দিয়া দর্শন।
প্রবোধে অপ্রত্যয়ি তোমাকে প্রদর্শন॥
পয়ান পয়োধরে পিতার সন্নিধান।
প্রোক্ত এই প্রত্যেককে কর পরিজ্ঞান॥
প্রবোধকর্ত্তা পূত করিবেন পুষ্কল।
পবিত্রতা পাবে প্রভু দেখিবে পেশল॥
প্রতিক্ষণ প্রত্য হই প্রত্যাবলোকন।
প্রত্যয়ি হই প্রভুর পদাঙ্কে পয়ান॥
প্রভু প্রত্যাশা মম পিয়াসা করণ।
পদশোণিত মম প্রাণের প্রক্ষালন॥

প্রার্থনা এই পাপেতে না হই পতন ;
প্রত্যাগমনে পাইব ঐ পাদ বন্দন ॥
পূত পদতলে রব পদামৃত পান।
প্রশংসা প্রকীর্ত্তন পূতাত্মা মেলে পান ॥

দ্বাবিংশতি সর্গ ফকার।

ফ, । স্ত্রীং । রুক্ষোক্তি ; ফুৎকার ; নিষ্ফল ; তুচ্ছ
(পুং) ঝঞ্ঝাবাতাস ; (বিং) স্ফুট ; ব্যক্ত।

ফনধরের সঙ্গি ফক্ক ঐ ফিচালেরা।
ফকারে ফের করে ফকারি ফকারেরা ॥
ফন ধর ফটস্ফাতে ফটা ফুলি করে।
ফলিতের জ্ঞান ফলাহার মাত্র করে ॥
ফন্দী করে ফাঁদে ফেলে ফাড়ুয় ফেলিল ;
ফল খাওয়াইয়া ফেরব কু ফলাইল ॥
ফলদ প্রভু হে বারেক ফুল্ল লোচনে।
ফিরে প্রফুল্ল হও ফুযি দাসের মনে ॥
ফর বিশ্বাস বক্ষে ফের করি বন্ধন।
ফাল্লেতে অরির ফট করিব নির্ধন ॥
ফলভূমিতে ফল গ্রাহক মম ফিতি।
ফিতি ফল মৃত্যুফাঁস ফিরাও মম মতি ॥

ফলবান ফলদাতা জ্ঞাত কল শ্রুতি।
ফলমুখ ফুরাইল কাল শুন বিনতি॥

ত্রয়োদশ সর্গ বকার।

ব, (পুং) জলপাত্র; বায়ু; বাহু; বরুণ।

বদনে কি বলিব বপুঃ করে বেপন।
বর্ব্বর বৃধসান বিনায়তে সুজন॥
বপিল ও যাকে বারুণ্ড দিল কু জ্ঞান।
বসুধার বায়ুকেতুতে নর নির্ম্মাণ॥
বল্লান বীজ পুরুষ ও বনিতা তার।
ব প্রশ্বাস দিয়া বিপিনের দেন ভার॥
বল্গ বিচিত্র ব্রজেতে ব্রজ্যা করেন।
বিরিঞ্চনের বাঞ্ছা বশীভুত রবেন॥
বিশ্ব স্রষ্টা বিভ্রৎ বদান্য বিভুরাজন।
বিমল নর বদন করে বিলোকন॥
বিশ্রামে বিরাম সদাই বিভা বদন।
বিভাবাসি বিভা ভাবি বিভা উপবন॥
বিনিতাত্মার বিধি বর্জ্জনেতে বিভিন্ন।
বসুধা বায়ু রোষাতে ব্রজ্যা হৈয়া ছিন্ন॥

বাগ্‌দত্তা বীজ পুরুষের বিনিময়।
বিগণ বিষধরে বিগম হে বুধয়॥
বাগদণ্ড বিপুল বপুঃতে বড়সা ঘা।
বান্ধিয়া মারে বহায় ক্রুশ বিকীর্ণ গা॥
বল্লি বল্কিল বৃক্ষের টুপি দেয় তারা।
বয়ানে বহে বাসিষ্ট বিগলিত ধারা॥
বপুঃস্রব বিলোকনে বিলোচনে ধারা।
বিশ্বাসিরা বলে বিভু হইলাম হারা॥
ব্যাপন্ন বিজয়ী বিভু নিদ্রারবোধন।
বিভাকর বারে সভে করি বিলোকন॥
বোবাকে দিয়াছ কথন বধিরকে শ্রবণ।
বিকলাঙ্গকে অঙ্গ ব্যাপন্নকে জীবন॥
বিলাতীকে রাজ্য বিদ্যা ধর্ম্ম বিচক্ষণ।
বিশ্ব ব্রজ্যা বলে বিভু যেশুর বন্দন॥
বলদ বাহনে বিপুল বিক্রমে আসি।
বেপন বড় হবে বিলোচনে লক্ষে ত্রাসি।
বারেক শুনে তুরীবাদ্য বিভু স্মরণ।
বিশ্বাসী বলে ধন্য অবিশ্বাসীর ক্রন্দন॥
রচলু নিজ বাক ডোর বক্ষে বন্ধন।
বিপ্র বৈদিক বারেন্দ্র বিবিধ বঞ্চন॥

বোবা বদনে বারেক বাক্য নাহি বলে।
বাহু বেন্ধে বাহিনীরা বিক্রমেতে ফেলে॥
বিশ্বাসীরা বর দেখে পায় খ্রীষ্ট বর।
বরয়েলো বর ঐ বরে বন্দন কর॥
বোধ বরন ডালা বিনতি মালা লহ।
বিভুর বপুঃ শ্রবের বস্ত্র বপুতে দেহ॥
বিমোক্তা বদান্য বলগ বর দয়াময়।
বিনীতাত্মা বিভ্রং বিভু বয়ুনময়॥
বিচিত্র ব্যাপদে বিনীয় বিমুক্ত সব।
বিচারে ও রাঙ্গাপদ ঐ মম বিভব॥
বক্ষে বাহুঘাত বারং বহে বাষ্প বারি।
বাঁচাইও বিপদেতে বসুধাতে অরি॥

চতুর্ব্বিংশতি সর্গ ভকার।

ভ. (পুং) নক্ষত্র; শুক্রগ্রহ; রাশি; ভ্রমর; ভ্রান্তি।

ভুবনেশ্বর ভক্তবৎসল ভোঃ ভগবান॥
ভ্রংশকে ভয় ভরণ্যু দেহ অভয়দান।
ভূতে ভুজঙ্গ ভূয়ো ভুয় দেখায় ভয়।
ভক্তের ভাঙ্গ ভয় ভূমিবর্দ্ধন ভয়॥

ভবৎ ভবাব্ধিতে ভরসা ভগবান।
ভবদীয় ভৃত্যেরে দেহ ভক্তিক দান॥
ভবস্থিতে ভদ্র সমাচারের ভাণ্ডারী।
ভগ্ন গেল ভক্ত হইয়া যেশু ত্রাণ পান নিষ্ঠ॥
ভেড়া ভেড়ীর ভাব ভীরু ভাবে ভ্রেষণ।
ভ্রমণে ভোজন খ্রীষ্ট ভূলোকা অন্বেষণ॥
ভগ্নমনে ভেট লহ ভয় ও ভক্তি মার্গে।
ভানু যেশু ভুলনা ভবন পাবে স্বর্গে॥
ভেবনা এভবে সব ভাবনা যাইবে।
ভাবী ভ্রংশ দিনে ক্রুশ ক্ষেপে ভাবিবে॥
ভরণ্ডের ভদ্রাসন ক্রুশ ভদ্রাসন।
ভূচর ভূস্পৃক সাগি ভীষণ আসন॥
ভবদীয় ভূষিত দয়া ভূধরে গিয়া।
ভদ্রনিধি বপুঃপ্রাণ ভগ্ন থেক দিয়া॥

পঞ্চবিংশতি সর্গ মকার।

ম, (পুং) শিব; চন্দ্র; ব্রহ্মা; যম; সময়; বিষ।

মহাত্মা মবস্থ হেতু মেসায়া মহিতে।
মর্ত্যস্থ মর্ত্তের লাগি মহাপথ ভোগাতে॥

মর্ম্মকীল খ্রীষ্ট মম মেধার্থে মমতা।
মর্ত্ত মরায় জন্যে মরিয়া হৈলা মোক্তা॥
মঙ্গল কর শুন মম মঙ্গল বাদ।
মস্ত মরুৎ পূর মদারের মহা নাদ॥
মনুষ্য দেখায় মোহ মায়া মঞ্জু মত।
মিথ্যা মমতায় মধু যায় যায়ক্রম॥
মকারের মস্ত ম নাম ম শেষ ম
ম যাবে ম লবে ম মিথ্যা যাবে শেষন॥
মম মনোরথ খ্রীষ্ট যেশু মনোরম।
মৃত্যুঞ্জয় প্রভুই মনোরঞ্জক মম॥
মর্ত্তব্য মরেনা মরিলেও মরিবে না।
মনুজ মনে মানিলে যেশু মরিবে না॥
মনোহর খ্রীষ্টের মাহাত্ম্যাতে মানব।
মধ্য হবে মন মোদিত মমতা সব॥
মিটাবো মন সাধ মনে সদা আহ্লাদ।
মণিময় মণি মন্দিরে মহাধন্য বাদ॥
মাথায় মকুট মনে মুখে মঙ্গল বাদ।
মম ত্রাণের মধ্য লোকেশের পাব প্রসাদ॥
মোদের সব মন্যু মোক্তাও মিত্র যেশু।
মনঃ মন্দিরে মিটাও মনস্তাপ আশু॥

ষষ্ঠবিংশতি সর্গ যকার।

য, (পুং) বায়ু ; যশঃ ; কীর্ত্তি ; যোগ ; যান।

যেশু যাবজ্জীবন ভু যাত্রায় যাপন।
যাচনীয় যাব যুক্তা যুগল চরণ ॥
যতনে করি যোগ যেশু যজ্ঞ ভাজন।
যাবৎ যন্ত্রণা নাশিতে যাতনায় যাপন ॥
যজ্ঞ ভূমিতে যঞ্জত জীবনে যজন।
যজত যজির জন্যে যজ্ঞান্ত করণ ॥
যথোচিত যজ্ঞেশ্বর যুষ্মদীয় প্রেমে।
য রাখিলা যশঃ করে যত্র তত্র য ভ্রমে ॥
যাবৎ রাখিবা তব যোআলির অধীন।
যাদব যজ্ঞসুত তেজে ভাবি ঐ দিন ॥
যুষ্মদ যেশু রক্ষক যশঃ শেষ দিনে।
যাচঞা দেহান্তে স্থান ঐ যুগল চরণে ॥

সপ্ত বিংশতি সর্গ রকার।

র, (পুং) অগ্নি ; তীক্ষ্ণ ; কামাগ্নি ; রঙ্গ ; বর্ণ ; স্বর্ণ

রৌরব চির র রাশীরূঢ় র জ্বলন।
রকার বিকার রুহি রুহিকা করণ ॥
রোধি গণ রোদস লক্ষে নিত্য রোদন।

রোক্ষা রিপুর রিশ রুট রদ ঘর্ষণ ॥
রস্মিনাই রাত্রি প্রভুর রোষে রঙ্গন।
রুক্ষ রাশীকৃত রবে রহিত রসন ॥
রসহীন রসনা রোম জলে রুদিত।
রৌরবে রৌরবীগণ রকারে ব্যথিত ॥
রাখ রক্ষক রোদসের রুক রাজন।
রোধরত রথ অনবরত রড়ন ॥
রেতজা রাশী ন্যায় রোধে হই রচিত।
রক্তাক্ত তব রথের রিঙ্খণ রুচিত ॥
রাঙ্গা চরণামৃত রসনায় রসন।
রবেনা পাপ রবেনা তাঁর রোষ মন ॥
রেণুতে রুহ শেষে রুদ্র ভূতে রক্ষিত।
রম্ভস্তে যাবৎ রাখ না হও রুনিত ॥

অষ্ট বিংশতি সর্গ লকার।

ল। (পুং) ইন্দ্র; শক্র; দেবরাজ।

লট্টল লোভ দর্শাইয়া লোক উপর।
লগু ভগু লোকে করে শেষে লোকান্তর ॥
লোকেশ্বর হৈয়া লোক যাত্রায় লাঘব।
লোক হইয়া লোকমাঝে লোকার্থে সব ॥

লোকের লোকাপবাদ লালদিল লপনে
লাঞ্ছিত হঞা লাঠিযা বৃক্ষে লট কনে
লোকনাথ লম্পক হেতু পিতু লযিত ।
লোহ দিয়া লোক রক্ষা করেছ ললিত ।
লোচন হীনে লোচন লেংড়াকে চলন ।
লোকান্তর লাজারের লাসকে উঠন ॥
লবণীয় খ্রীষ্ট লঙ্কের লোহ লীচন ।
লেহা লোহ লগড় দেশুর লোহ জীবন ॥
লহ লোক বাসি লোক লহ মম মন ।
লাস যারে বিলাস পাবে নাহি লঙ্ঘন ॥

ঊনত্রিংশৎ সর্গ বকার ।

বিচিত্র বদনা বপিল স্বর্গ রাজন ।
বণীক বর্ব্বরে দেহ বয়ুন বোধন ॥
বিলোপকর বিনীয় ব্যথিত অন্তর ।
বিপত্তারক আনি ব্যাকুলাত্মায় কাতর ॥
বিপদে বাঁচাও দাসে বিশ্বাস ব্রতকরি ।
বিদীর্ণ বেপন হৈল ক্রুশে কালবরি ॥

ত্রিংশৎ সর্গ শকার।

(ক্লীং) কল্যাণ; শুভ; (পুং) শিব; শম্ভু।

শকারের শুভ সম্বাদ শ্রদ্ধায় শ্রবণ।
শ্রীপতি যেশুর শ্রিত জনের শোভন॥
শম্ভু চাহ যদি শৃঙ্গগ শৃঙ্গী গণ।
শ্রদ্ধায় করহ শ্রদ্ধা পাবে শ্রদ্ধা মন॥
শরণ্যের শরণাগত ও শুশ্রূষণ।
শুদ্ধ আত্মা পাবে শান্তনা পুনঃ শোধন॥
শোণিত শ্রদ্ধায় পানে শুচি হবে মন।
শাপ যাবে শোক না রবে শান্তি মোচন॥
শপথ হবে শয্যা শুভঙ্কর শিথান।
শাসছেতি পরে শত্রু নৃতিতে উত্থান॥
শৃঙ্গিণ শাবক যেশু ঈশ্বরের হন।
শবপ্রায় শাবর হস্তে জন্যে শমন॥
শয়তানের শিরঃ ভগ্ন ত্রিশূলে শূলন।
শমন দিবে শাস্তি শাপ শব শয়ন॥
শ্বাস রোধ শব রোধ রবে না শ্বসন।
শূকর ও শ্বান তুল্য শ্রদ্ধাহীন গণ॥
শাস্তার শাসনে শাল্মলিতে ক্ষেপণ।
শম্ভু যেশু ত্রিশূলের শ্লাঘা শ্রী শ্রবণ॥

শ্রোতা বক্তা শক্ত ভাবে শক্তিতে শরণ।
শ্রীযেশুর শক্তির শ্লাঘা করে বর্ণন॥
শ্রুতি বর্জ্জিতকে দিয়া শ্রোত্রে শ্রুতিদান
শ্রোণকে পদ শবকে শ্মশানে উত্থান॥
শুচি শৃঙ্গিণ যেশু শরণীতে গমন।
শ্রেণিবদ্ধ শোভা শোভনীয় কি শোভন॥
শান্তি হবে শান্তমতি শান্ত মনন।
শ্বাস রহিতে নিশ্বাস যেশুর চরণ॥
শ্বাস রোধ হবে শাড় কুরাবে তখন।
শমক বন্ধুর শান্তি পান শুচিগণ॥

একত্রিংশৎ সর্গ ষকার।

ষ. (পুং) কেশ; মনুষ্য; (বিং) বিজ্ঞ; শ্রেষ্ঠ।

ষকার ষটকর্ম্মার ষড়ঙ্গে প্রহার।
ষহ্ সান্ত যেশু ষড়ঙ্গজিৎ ষকার॥
ষহ্সানুতে শরীর দেন ঐ ষকার।
ষড়রিপু করায় ষড়ধা ব্যবহার॥
ষড়বক্ত্র ষড়বিন্দু ষড়ভুজা দেবী।
ষষ্ঠী ষষ্টীকা ষোড়শী ওকল্কীও ভাবী॥
ষোড়শ ভুজা ষড়ানন ষিড়্গ দেবেরা।
ষোড়শাঙ্গ ষোড়শোপচার চাহে তারা॥

দ্বাত্রিংশৎ সর্গ সকার।

স, (পুং) শিব; বিষ্ণু; বায়ু; সর্প।

সকার সাকার সহিত সকার সর্প।
সকার সরূপ সঞ্চৎ সদা সঙ্গে দর্প॥
সঞ্চৎ সবিত্রীরে ফল স্বদনে সংহার।
সেই স্বীয়মতে সর্ব্বে ভজায় সাকার॥
সনাতন সুমঙ্গল বিবলস্ বার্ত্তা।
সিন্ধুশয়ন সদাত্মা ও স্বয়ম্ভু কর্ত্তা॥
সৃষ্টিকালে স্রষ্টার সুত হইতে সৃষ্টি।
সর্ব্ব স্বামীর সর্ব্ব সৃষ্টিতে হৈল তুষ্টি॥
সৃজন সুরম্য সুত সাদরে সমীক্ষণ।
সপ্তদিনে শ্রম শান্তি ও স্বস্তি বচন॥
স্বাপার্থে এদনে হইল শাপ স্রষ্টার।
সস্ত্রীক শাপ স্বাপদ স্রংসন সবার॥
স্রষ্টা সর্ব্ব জননীরে করি সম্ভাষণ।
সভে পুনঃ স্বস্তি পাবে সচিব স্থাপন॥
স্বয়ম্ভু সম্মাতুর স্ত্রী বংশেতে হইবে।
সর্প বংশে স্ত্রীবংশে সদা বৈরিতা রবে॥
সতী গর্ভে স্বামী ছাড়া সদাত্মায় সৃজন।
সমর্দ্ধক সার্থক স্বস্তি দিতে সমীক্ষণ॥

স্থষ্ট পুরুষাবধি সমানোদক যথা।
সকল ইস্রায়েলির ইব্রাহীম পিতা॥
সেই জনকের সমানোদক সময়।
সস্ত্রীক স্বন দত্তা ঐ বংশেতে উভয়॥
সেই মেরি গর্ব্ভে সর্ব্বলোকে সমুদ্ধার।
সমন্ধকের স্নেহে আঃ স্বয়ম্ভু সাকার॥
স্বর্গ ভূতে স্বস্তি সহিত স্রষ্টা সাদর।
সন্তুমনে স্তূর যেশু ও জীবনাকর॥
স্তন পানে সোমত্ত কালে সুধা সুধীর।
সং সিদ্ধি সদা তাঁর সুমতি মহাবীর॥
সাধ সদাই সর্ব্বে সাধ হয় সংসার।
সটীক সজ্জন সবে না হয় সংহার॥
সদেশীয় শীঘ্র সহসা স্বীকার যেশু।
সস্তি পাবে সর্ব্ব দুঃখ ক্ষয় সত্রি আশু॥
স্বয়ং কৃত সংস্কার সর্ব্ব পাপ সংহার।
সয়ম্ভু যেশু স্রষ্টা সমক্ষ সমুদ্ধার॥
সঞ্জুষিত সর্ব্বদেশে সুমঙ্গল স্বন।
সৌবস্তিক সরিল স হস্তে সম্বোধন॥
স্তনপ কর স্বীয় সেবকে সনাতন।
সর্ব্ব সহাতে সর্ব্বসহ সক্রুশে আসন॥

স্তেন স সঙ্কাশ সমুত্থান সংজ্ঞপন।
সংহারে সংসার সমুদ্ধার সমাপন॥
সানুগান কালবরি সন্ধ্যা রাগ সব।
সাধু সতী সতীর্থ দেখে রুধির শব॥
সমীক্ষণে সজ্জতলে করে স্তোত্র গান।
সত্য শ্রদ্ধায় শ্রুত শোণিত করে পান॥
সংসারে ক্রুশ সমুদ্গা স্রক মনে কর।
সংশ্রয় পাবে সংশয় যাবে সমুদ্ধার॥
সেই সাধু মাত্র সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব জীবন।
সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজিৎ সর্ব্বব্যাপি স্বাধীন॥
সর্ব্বশক্তি তাঁহায় স্বঃ ওভূ রাজন।
সুর পুরীর সুপন্থা যেশুই সোপান॥
সানুকূল হও সেথুয়া সরল সাথী।
সাথে সাথে সাথী হও সাধি হও সাথী।
স্বেদ শোণিত অস্ত্র তব শরীরে সরি।
সুদণ্ডে দণ্ড সেনা সদিক পার্শ্বে মারি॥
সলিল শোণিত স্রোত বহে মোক্ষ বারি।
সার্থক হইল শব যজ্ঞ শাপ হারি॥
সত্বর হে সমল লৌহবৎ সাথী হও।
স্পর্শমণি যেশু বিশ্বাসে স্পর্শিতে যাও॥

স্পর্শেতে সুবর্ণ হবে সংশুদ্ধি শরীর।
সতীর্থ সবে সত্যধন হবে সুধীর॥
সাশ্রুলোচনে সান্তরে সাদরে সাধনা।
সাধ সিদ্ধি হবে স্বোব শ্রীয় ও সান্ত্বনা॥
সাধি সাধুরা দেহ সাধের স্রক তাঁরে।
সেধে সাধ সার্থক সাজাব সাধ হারে॥

ত্রয়ঃত্রিংশৎ সর্গ হকার।

হ, (পুং) সম্বোধন ; কুৎসা ; শিব ; জল ; শূন্য ; বর ঘোটক ; ভয় ; বিষ্ণু ; যুদ্ধ।

হকারে হকারপানে হুঙ্কার পাই হে।
হকারের হত প্রভরা হ করে হে॥
হে যেশু হতভাগ্য হীনার্থে হ হইতে।
হ হকারে প্রায়শ্চিত্ত হ হ করাইতে॥
হা হা হর্ত্তা কর্ত্তার হেড়ুজ হবনায়।
হেয় হীন হেয় জ্ঞান করিলো হেথায়॥
হতলজ্জ হিংসক যু হয়ে পুনঃ চায়।
হ্রস্ব বেশে হ্রাস হইলা হেঁট মাথায়॥
হনূতে হস্তাঘাৎ হতাদর হীন হাতে।
হন্তারা হিংসায় মারে হাত্র সর্ব্বগাতে॥

হেমন্তে হিমেতে হয় শালায় হিতক।
হিণীয়া কণ্টক টুপি শিরে দেয় হিংসক॥
হা হাকার দাস দাসীগণ হা হা করে।
হস্তে পদে প্রেক হাতুড়ীর ঘা হ ঝরে॥
হর্ত্তা কর্ত্তা রাজা মম হোতা ক্রুশোপরে।
হৃদয়ে হস্তাঘাত অবলা নরা ও নরে॥
হর্ত্তা পাপহারী ক্রোধ হব্যাংশে হবন।
হত হল হানি ক্রোধ হুঙ্কারে হনন॥
হবনী কালবরি ক্রুশ হব্য হ মাস।
হৃদয় হঙ্কারে তাতে দিয়া আশ্বাস॥
হাঁটু গাড়ি হৃদয়েশ হৃদয়েশা গণ।
হৃৎকম্পে হন্তা ক্রুশ হৃদঙ্গম মনঃ॥
হোম নরমেধ হেমমালী অপ্রকাশ।
হরনেত্রদিনে হর্ম্মুট বারে প্রকাশ॥
হেরিলাম শ্রীযেশু হৃষ্টচিত্তে হেরণ।
হলা হৈল উজ্জ্বলা ত্রাণ হলা সেবন॥

চতুস্ত্রিংশৎ সর্গ ক্ষকার।

ক্ষ, (পুং) রাক্ষস; বিদ্যুৎ; ক্ষেত্র; ক্ষেত্রপাল; নৃসিংহাবতার।

ক্ষকার নাশিতে ক্ষিতিতে ক্ষেমঙ্কর।
ক্ষম যেশু ক্ষমাবান ক্ষীণে ক্ষেমঙ্কর॥

ক্ষমতা হীন এ ক্ষেত্রে ক্ষণধ্বংসী ক্ষত্র।
ক্ষিতি কণে এ ক্ষত্র নির্ম্মিত ক্ষণ মাত্র॥
ক্ষিতিপালের ক্ষিতিপতি ক্ষৌণি রচক।
ক্ষতজ্ঞ দিয়া ক্ষমত্তাতে ক্ষিপ্ন নরক॥
ক্ষুৎ রহিত ক্ষীরোদ ক্ষুন্ন এ ক্ষমাতলে।
ক্ষিরোদ করিতে পুনঃ ক্ষয় ক্ষিতিতলে॥
ক্ষিতি নর ক্ষমা পাবে ক্ষিপক খ জলে।
ক্ষমত্তাতে ক্ষিপ্র উঠিলেন মহাবলে॥
ক্ষুধাতুর ক্ষীণে দেহ ক্ষরিত ক্ষতজ।
ক্ষালনে ক্ষিপ্ন হবে প্রাণ পানে ক্ষতজ॥
ক্ষেদ ক্ষান্ত ক্ষিপ্র কর ক্ষণার্দ্ধ ক্ষেপণে।
ক্ষেত্র ক্ষেপণে ক্ষোভ পাই হে ক্ষুব্ধমনে॥

সঙ্কেত—জ্ঞাপন।

পুং-পুংলিঙ্গ, স্ত্রীং-স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীং-ক্লীবলিঙ্গ, ক্রিং বিং-ক্রিয়াবিশেষণ, বিং-বিশেষণ, সং-সর্ব্ব নাম, ক্রিং-ক্রিয়াপদ, অং-অব্যয়।

অভিধান।

অনাদি,-আদি রহিত।
অচ্যুত,-অক্ষয়; অমর।
অকল,-জ্ঞান; বুদ্ধি।
অপশুক,-আত্মা; জীব।
অসীম,- অনন্ত; অশেষ।
অন্নদ,-প্রতিপালক।
অদ্রি,-পর্ব্বত; সূর্য্য।
অধিপতি,-কর্ত্তা; প্রভু।
অভ্রক,-মেঘ; আকাশ।
অদ্রিকীলা,-ভূ; পৃথিবী।
যিহুদাদেশ,-ত্রাণকর্ত্তার অবতীর্ণদেশ।
অধঃ-নীচে; তলে।
অঘ্ন-ব্রহ্ম; অবধ্য।
অবনতি-প্রণাম।
অর্থনা-প্রার্থনা।
অঙ্গজ-তনয়; পুত্র।
অভ্যর্থনা-প্রার্থনা।

অগোচর,-অপ্রত্যক্ষ. ঈশ্বর
অনন্ত,-অশেষ; নিত্য।
অখিল,-সকল; সমুদায়।
অচিন্ত্য,-চিন্তা রহিত;
অদ্ভুত-আশ্চর্য্য; অপূর্ব্ব।
অনুগ্রাহক,-দয়াবান।
অনুপম,-অতুল্য।
অবস্থান -তিষ্ঠা; স্থিতি।
অগ,-বৃক্ষ; পর্ব্বত।
অপাংপতি,-সমুদ্র।
অক,-বক্রগতি ক।
অম্বর,-আকাশ।
অধিষ্ঠাতা-অবস্থিতিকারী।
অষ্টাঙ্গ-আট অঙ্গ।
অস্মদ্-আমি; আমরা।
অদ্বয়-এক।
অর্চ্চনা-পূজা।
অঘোর-মহাদেব।

অবাক-বাক্য রহিত। অচিৎ-অচেতন।
অঘ-পাপ। অধমর্ণ-ঋণি; দেনাক্রান্ত।
অপরা-পশ্চিম দিক। অর্ভক-শিশু।
অদ্ধা-যথার্থ পথ। অতিদান-অপরিমিত দান।
অসৃগ্ধারা-রক্তধারা। অভিনিযুক্ত-বিশেষমতে নিযুক্ত।
অগতি-আশ্রয় হীন। অবহনন-দলন; মর্দ্দন।
অপীব্য অতিসুন্দর; সুশ্রী। অসৃক-রক্ত; শোণিত।
অংঘ্রি-পদ; চরণ। অর্হ-যোগ্য; উপযুক্ত।

আস্তিক-বিশ্বস্ত; প্রত্যয়িত। আদেশ-নিবেদন; অভিযোগ
আগস-পাপ; অপরাধ। আদিম-আদ্য; প্রথমজাত।
আদম-বীজপুরুষ। আম্বা-অমর; ঈশ্বরপিতা।
আক্রোশ-ক্রোধ। আরাতি-শত্রু; অরী; বিপক্ষ।
আশীবিষ-সর্প; অহি। আর্ত্তনাদ-ক্লেশ জন্য চিৎকার।
আশুশুক্ষণি অগ্নি; বহ্নি। আসিদ্ধ-অবরুদ্ধ; কয়েদি।
আশু-শীঘ্র; দ্রুত। আভীল-কষ্ট; ক্লেশ; কৃচ্ছ।
আহূতি-ঈশ্বরোদ্দেশে হবিঃক্ষেপ। আস্য-মুখ; বদন।
আঘোষণ-প্রচারণ; ঘোষণ।
আর্ত্বিজ্য-পুরোহিত। আত্মজ-পুত্র; সন্তান।
আমোদন আনন্দ জনন। আক্ষেপ খেদ; মনস্তাপ।
আলোকন-দর্শন; দেখন।

ইকার-খেদ, মনস্তাপ। ইদানীং-এই সময়; এই কালে।
ইলিকা-পৃথিবী; ধরণী। ইন্দ্রিয়-মুখ; হস্ত ইত্যাদি।
ইতস্ততঃ-অত্রতত্র; ইষ্ট-উপদেষ্টা; উপদেশক।
ইষ্টু-ইচ্ছা; বাঞ্ছা। ইদং-পুরোবর্ত্তি; সম্মুখস্থবস্তু।
ইন-সূর্য্য; প্রভু; ইজ্যা-দান, যাগ, যজ্ঞ।
ইষ্টি-অভিলাষ; যাগ।

ঈ-বিষাদ; ক্রোধাদি; বোধক।
ঈক্ষণ-অবলোকন; দর্শন। ঈষৎ-অল্প; মনাক; লেশ।
ঈপ্সিত-বাঞ্ছিত। ঈড্য-স্তুত্য; স্তবনীয়;
ঈড়া-স্তুতি; স্তব। ঈক্ষক-দর্শী; অবলোকন কর্ত্তা।

উৎক্রমণ-অতিক্রমণ। উপদেষ্টা-উপদেশ কর্ত্তা।
উদাহরণ-দৃষ্টান্ত। উচ্ছন্ন নষ্ট; ছন্ন; ছিন্ন ভিন্ন।
উদার-দাতা; মহৎ। উচ্চমনাঃ-মহান্তঃকরণ; মহাশয়।
উদারাখ্যা-মহৎনাম। উরণ-মেষ; ভেড়া; মেঘ।
উদধিমেখলা-পৃথিবী। উর্ব্বীশ্বর-জগৎকর্ত্তা; প্রভু।
উবন-প্রস্থান; অন্তর্ধান উধার-ঋণ; ধার; কর্জ্জ।
উত্তোলক-উদ্ধারক; উদয়ন-প্রকাশ হওন।
উড়ুপথ-গগন; আকাশ। উষ্ণাংশু-সূর্য্য; রবি ভানু।
উদ্দীপন-প্রকাশন; জ্ঞাপন। উচ্চৈর্ঘুষ্ট-ঘোষণা; রটনা।
উদীরণ-কথন; উচ্চারণ। উৎস-উনুই; প্রস্রবণ; নির্ঝর।
উদ-জল। উদক; বারি উৎপ্লবন; উল্লম্ফন; লাফান।
উদন্যা-পিপাসা; তৃষ্ণা। উৎপাদক-জনক; উৎপত্তিকারী

উপান্তে নিকটে ; সমীপে। উৎসঙ্গ-ক্রোড় ; কোল।
উজ্জমনাঃ-সরল মনঃ। উরশ্ছদ-কবচ ; মাদুলী।
উশী-বাঞ্ছা ; স্পৃহা। উত্রাস-ভয় ; শঙ্কা।
উদ্গীত-উচ্চৈঃস্বরে গীত। উজ্জৃম্ভ-প্রফুল্ল ; বিকসিত।
উপজাত-উপার্জ্জিত। উদয়াস্ত-প্রভাতাবধিসন্ধ্যাপর্য্যন্ত
উদ্দ্যোত-আলোক। উত্তরসাধক-সহায় ; সহকারী।
উপসন্ন-উপস্থিত। উপেক্ষা-অস্বীকার ; ত্যাগ।
উপাসক-উপাসনাকর্ত্তা। উষর্ব্বুধ-অগ্নি ; অনল।
উগ্রচণ্ডা-ভগবতী ; দেবী। উগ্রশেখরা-গঙ্গা ; জাহ্নবী।
উমাপতি শিব ; শঙ্কর। উমাসুত-কার্ত্তিকেয় ; কুমার।
উরুগায়-কৃষ্ণ ; বিষ্ণু। উরুক্রম-কৃষ্ণ ; বিষ্ণু।
উর্ব্বশী স্বর্গবেশ্যা। উরগ-সর্প ; অহি।
উডুপতি চন্দ্র, শশধর। উপচার-উপকরণ ; সেবা।
উদর্চ্চি-অগ্নি ; শিব। উপতপ্ত-সন্তাপিত ; খেদিত
উকার চন্দ্র।

ঊররী-অঙ্গিকার ; স্বীকার। ঊন হীন ; ন্যূন ; অল্প।
ঊনবুক-ভীত ; অসাহসী। ঊর্জ্জস্বল-অতিশয় বলবান।
ঊর্জ্জস্বী-তেজস্বী ; বলবান। ঊর্জ্জ-উগ্র ; মহাশক্তি।
ঊরী-অঙ্গিকার ; প্রতিশ্রুত।

ঋজু-সরল ; সোজা। ঋণমৎকুণ-প্রতিভূ ; জামিন
ঋত সত্য ; যথার্থ ; ঋত্বিক-পুরোহিত ; যাজক।
ঋণমার্গণ-প্রতিভূ ; লগ্নক। ঋক্থ-ধন।

ঋণ ধার ; দেনা। ঋভুক্ষা স্বর্গ ; বজ্র ; ইন্দ্র।
ঋক্ষ ভালুক ; ভল্লুক। ঋষ্টি-গ্রহদোষ ; অনিষ্ট।
ৠকার-স্বর্গের নাম ; স্বর্গ।
ঌকার-বেদ ; ঌ বেদর নাম। ৡ কার ; দেবের মাতা।

একার ; এই ; নিকটবর্ত্তি। একতম-অনেকের মধ্যে এক।
একপদী-বর্ত্ম ; পন্থা ; পথ এতর্হি-এইকালে ; এখন।
একেশ্বর-স্বাধীন ; একপ্রভু। এষ-এই ; এতদ।
এনস-পাপ ; অপরাধ। এতদঙ্গে এইঅঙ্গে ; এইশরীরে
একাদশের একাঙ্ক যেশুর একযোনি-সহোদর ভ্রাতা।
শিষ্যের ১২ মধ্যে ১১ উত্তম এ আছে।
এড়ক-মেষ ; ভেড়া। এষণ লৌহময় বাণ।
একান্ত-নিতান্ত ; অবশ্য। একাধিপতি একপ্রভু ; সম্রাট
ঐহিক-ইহভব ; ইহকাল। ঐন্দ্রিয়ক-প্রত্যক্ষ ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য
ঐশ্বর্য্য-ঈশ্বর ; সম্পত্তি। ঐন্দ্রজালিক-মায়িক ; বাজিকর
ঐশিক-ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ; ঐশ। ঐমাধুর্য্য-ঐমিষ্টতা।
ঐরি-শত্রু ; অরি। ঐছায়াবৎ-ঐদাস্যারতুল্য গমন ; অনুগত।
ঐপশ্চাৎ ঐপাছে।

ওকার-পুরোবর্ত্তি এবং। ওজস-বল ; সামর্থ ; তেজঃ।
ওকঃ-স্থান ; আশ্রয়। ওষ্ঠাগত-প্রাণসংশয় ; প্রাণান্ত।
ওঝা বিষবৈদ্য ; অহিতুণ্ডিক। ওতুপ্লুত ; উল্টা পাল্টা।
ওঝালি-বিষবৈদ্যের কর্ম্ম। ওরস্বা-লম্পট ; নির্ব্বোধ।

ওঁ-বিষ্ণু ; মহাদেব ; ব্রহ্মা। ওষণ কটুরস ; ঝাল।

অ উ ম। ওঙ্কার-উঙ্কার, লাড়ুন।

ঔদ্ধত্য-পরগুণাসহিষ্ণুতা ; ঔচ্চ উর্দ্ধতা ; উন্নত ; উন্নতি।

ঔৎকর্ষ্য-শ্রেষ্ঠতা ; উত্তমতা। ঔদার্য্য মহত্ত্ব ; শ্রেষ্ঠত্ব ; দাতৃত্ব

ঔরগ-সর্প সম্বন্ধীয়। ঔৎপাতিক-উৎপাত বিশিষ্ট।

ঔচিত্য-উপযুক্ততা। ঔবল প্রথম ; আদি ; প্রধান।

ঔরৎ স্ত্রীলোক ; নরা। ঔপম্য-দৃষ্টান্ত ; সাদৃশ্য।

ঔপায়িক-উপায় ; সাধ্য। ঔৎকট্য কঠিনতা ; দুঃসহতা।

ঔর্ব্ব-বাড়বানল ; জলমধ্যস্থ অগ্নি।

অংশুধর-সূর্য্য ; রবি ; ভানু। অংশু-কিরণ ; প্রভা, রশ্মি

অংহ-পাপ ; পাতক। অংস স্কন্ধ ; কাঁধ ; ভাগকৃ।

অংশুমৎ-জ্যোতিঃহতেন্যাস। অঙ্কিত-চিহ্নিত ; কৃতাঙ্ক।

অংহ্রি স্কন্ধ গুল্‌ফ। অংশল-বলবান ; শক্তিমন্ত।

অঙ্ক-ক্রোড় ; চিহ্ন।

অংকার-ব্রহ্ম ; প্রভু। অঃ-স্বর্গের ঈশ্বর ; আশ্চর্য্য।

ক—মস্তক ; আত্মা। ককার-সূর্য্য ; জল।

কন্দ মূল। কৃপয়া-দয়া পূর্ব্বক।

কলেবর-শরীর ; দেহ। কাশ্যপী-পৃথিবী।

কলুষ-পাপ ; দোষ ; অধর্ম্ম। করাল-ঘোর ; ভয়ানক।

কঠোর-কঠর ; কঠিন। কলিন্দ-সূর্য্য ; পর্ব্বতভেদ।

কলানিধি-চন্দ্র ; ইন্দু।
কটকী পর্ব্বত ; শৈল।
কোমল-নরম ; মৃদু।
কূর্পর ; অধীন ; কনুই।
কিরীট মুকুট ; চূড়া।
কৃতান্ত যম ; অন্তক।
কালিঙ্গ-সর্প ; তরমুজ ; হস্তি। ক্রমিক-ক্রমাগত ; অবিচ্ছেদে
কীলক খোটা ; গোজ।
ক্রতু যজ্ঞ ; পূজা ; যাগ।
ক্রম-চরণ ; আক্রমণ।
কর্ষণ-আকর্ষণ ; টানন।
কিঙ্কর-দাস ; সেবক।
ক্রূর-পরদ্রোহকারী ; নৃশংস।
কবল গ্রাস ; মৎস্যবিশেষ।
কাচুয়া-কর্পটিবেশধারী।
ক্রূশ-ত্রিশূলকাষ্ঠ ; দণ্ডকাষ্ঠ। কালবরি-যে পর্ব্বতে যেশু
[মরেন ; পাপির আশ্রয়।
কৃতাঞ্জলি-অঞ্জলিবদ্ধ।
কচি-কোমল ; নূতন ; নরম।
কষ্ট-পীড়া ; ক্লেশ ; বিপদ।
কাকুতি-কাতরোক্তি ; খেদ।
কেতু-পতাকা ; নিশান।
কীর্ত্তন-কথন ; গুণব্যাখ্যা।
কানন-বন ; অরণ্য ; গৃহ।

খ-আকাশ ; সূর্য্য।
খগবতী পৃথিবী, ধরণী।
খ্যাত প্রসিদ্ধ ; খ্যাতিযুক্ত।
খগোল-আকাশমণ্ডল।
খুল্লম-পথ ; পন্থা ; মার্গ।
খারা-অকপট ; সরল।
খর্ব্ব-ক্ষুদ্র ; খাট ; ছোট।
খণি-স্বর্ণাদির আকর।
খাম-স্তম্ভ ; খাম্বা।
খইন-গভীর ; অগাধ।
খোর-খঞ্জ ; খোড়া ; পঙ্গু।
খো-আকাঙ্ক্ষা ; বাঞ্ছা।
খ্রিষ্ট-বিধিমতে নিযুক্ত।

গকার-গণেশ ; গলস্তন ছাগ ; অজা।

গজবদন-গণেশ ; হস্তিমুখ। গগনকুসুম-অলীক ; খপুষ্প।

গতপ্রভ-প্রভাহীন ; অন্ধকার। গগনধ্বজ-সূর্য্য ; রবি।

গন্ধমাতা-অবনী ; পৃথ্বী। গভস্তি-কিরণ ; রশ্মি।

গরলী-বিষাল ; সর্প। গুলফ গোড়ালি ; গোড়মুড়।

গুণনিধি-বহুগুণাধার। গুণকৃত-উপকারী ; দাতা।

গড্ডলিকা-মেষ যূথ। গদগদ-আহ্লাদে কি খেদে
[অব্যক্ত কথন।

গণবদ্ধ-দলভুক্ত ; সম্প্রদায়স্থ। গুরুপাপি-মহাপাপী।

গণ্ডমূর্খ-অতিশয়মূর্খ ; অতিশয় অজ্ঞ।

গৃহমণি-প্রদীপ ; দীপ। গণ্য-গণনার যোগ ; গণনীয়।

গতায়ুঃ-আয়ুঃশেষ। গতার্থ-অভিপ্রায়সিদ্ধ।

গতিবিহীন-গতিহীন। গবেষণ সন্ধান ; অন্বেষণ।

ঘকার-ঘণ্টা ; ঠুনঠুন। ঘনঘন-মেঘধ্বনি।

ঘৃণি-কিরণ ; সূর্য্য ; জল। ঘাতন-হনন ; বধ ; মারণ।

ঘনবীথি-মেঘশ্রেণী। ঘৃষ্ট ঘর্ষিত ; পেষিত।

ঘাতন-হনন ; বধ ; মারণ। ঘুটি-গুলফ ; গোড়ালি।

ঘোষাণ-জ্ঞাতকরণ ; পড়ান। ঘোষণা উচ্চৈঃশব্দে প্রচার।

ঙকার-বিষয়স্পৃহা ; ভৈরব।

চ-চন্দ্র ; চোর। চকার-শিব ; কচ্ছপ।

চক্রভেদনী-রাত্রি ; রজনী। চটুল-সুন্দর ; মনোহর।

চন্দ্রকান্তা-রাত্রি ; রজনী। চমক-উজ্জ্বলতা ; প্রভা।
চিত্ত-মনঃ ; হৃদয়। চিত্তাসঙ্গ-স্নেহ ; প্রেম ; প্রণয়
চারচক্ষুঃ-রাজা ; নৃপতি ; চিত্রোক্তি-আকাশবাণী।
চটু প্রিয়ভাষণ ; উদর। চক্ষাঃ-শিক্ষক ; উপাধ্যায়।
চিত্রকণ্ট-কপোত ; পায়রা। চিদাত্ম-জ্ঞানময় আত্মা।
চেতনেশ্বর-পরমেশ্বর। চর্ম্মজ-রক্ত ; শোণিত।
চক্রধর-বিষ্ণু ; সর্প। চরণামৃত-পাদোদক।
চারুফল দ্রাক্ষা ; আঙ্গুর। চৈতন্য-জ্ঞানজনক; জ্ঞানাত্মক।
চ্যুত-ক্ষরিত ; পতিত। চক্রপাণি-শ্রীকৃষ্ণদেব।
চক্রমণ্ডলী-সর্প বিশেষ। চক্রভৃৎ-চক্রধারী ; বিষ্ণু।
চক্রী-বিষ্ণু ; সর্প ; কলু। চণ্ডালিকা-দুর্গা ; ভগবতী।
চারুগর্ভ-শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। চরম-অন্তিম ; অবসান ; শেষ।
চণ্ডী-গৌরী ; দুর্গা। চক্রবাল দিকসমূহ ; পর্ব্বতমণ্ড
[লাকার ; লোকালোক।
চক্রবান্ধব-সূর্য্য ; রবি। চটুলা-বিদ্যুৎ ; চঞ্চলা।
চমু-সৈন্যসামন্ত ; পদাতি- চন্দ্রিকা জ্যোৎস্না।
সমুদয় ৩৬৪৫ এতাবৎ।
চপলা-চঞ্চলা ; অস্থিরা। কিঙ্কুড় বজ্র ; বাজ ; বিদ্যুৎ।
চিহ্নিত-চিহ্নযুক্ত ; অঙ্কিত।

ছ-তরল ; নির্ম্মল। ছত্বর-গৃহ ; কুঞ্জ ; ঘর।
ছটামর-দীপ্তিময় ; শোভা। ছাঁকনি চালুনী ; ঝাঁঝরি।
ছন্দন-বান্ধন ; বাঁধা। ছুপন-আক্রমণ ; ধারণ।

ছগণ্ড পিতৃহীনবালক। ছেপ-থূথু; নিষ্ঠীবন।
ছুড়-বড়শা; ক্ষতচিহ্ন। ছত্রভঙ্গ-নৃপনাশ; অরাজক।
ছেদিক-বেত্র; বেত।

জয়-শত্রু পরাভব করণ।
জীবাধান-জীবনদান। জীবন-প্রাণ; ধারণ।
জল্লাদ-হত্যাকারী। জগৎধর-পর্ব্বত; ভূধর।
জীবনাকর-গজাল; প্রেক। জলই-গজাল; প্রেক।
জীয়ান-জীবন দানকরণ। জনপদ-বসতি স্থান; দেশ।
জূতল-সুগঠন; সুন্দর। জগদীশ-জগতের কর্ত্তা।
জনববল্লভ-সর্ব্বপ্রিয়। জীতেন্দ্রিয়-বশীকৃত ইন্দ্রিয়।
জজ্জ-যোদ্ধা; লড়াক। জম্পতী-দম্পাতী; জায়াপতী।
জীবনান্ত-জীবন অন্ত। জ্যোতিঃ-নক্ষত্র; প্রকাশ।
জলধর-মেঘ; মুস্তক। জগদযোনি-জগতেরউৎপাদক
জনাস্তিক-অপ্রকাশ। জঙ্গপুগ-কলুষ; পাপ; ঢাকা
জনাশন-নেকড়েবাঘ। জম্ভভেদী-ইন্দ্র; দেবরাজ।

ঝ-ঝঞ্ঝাবাত; বৃহস্পতি। ঝকার-দৈত্যপতি; নিদ্রিত।
ঝল্ক-তরঙ্গপাত। ঝটিতি-দ্রুত; শীঘ্র; ত্বরিত
ঝড়কন-ভৎর্সন; ধমকান। ঝামেরণ-কাপন; ক্ষরণ।
ঝাপসা-দৃষ্টির অন্যথা। ঝলঝল-দীপ্তিমান; উজ্জ্বল।
ঝুণ্ড-সমুহ; যূথ; ব্যুহ। ঝর্ঝর-জলাদির পতন শব্দ
ঝল্লকণ্ঠ কপোত; পায়রা। ঝাঁঝরা-বহুছিদ্রান্বিত।

ঝঞ্ঝা-ঝড়ঝড়। ঝম্প-পতন ; লাফান ; লম্ফ।
ঝাঁকন-আক্রমণ ; হেলন।
ঞ—শুক্র ; ষণ্ড ; যোগী। ঞকার-ব্যঞ্জনের দশমবর্ণ।

টকার—শব্দ ; বামন। টণ্ডাই-বিবাদ ; কলহ।
টার-গৃহ ; বাটী ; ঘর। টঙ্কার-বিস্ময় ; প্রসিদ্ধ।
টেরচা-একপেশে। টের-জ্ঞান ; সন্ধান ; প্রাপ্ত।
টহলান-ভ্রমণ। টোপর-মুকুট ; মস্তকাবরণবস্ত্র।
টেটা-লৌহময়অস্ত্রবিশেষ। টোকর-আঘাত ; চোট ; টক্কর।
টকটক-রক্তবর্ণ ; লাল রং। টঙ্কন চিহ্নকরণ ; অঙ্ক।
টুণ্টক-নীচ ; অধম। টনক-কঠিন ; হঠাৎ স্মরণ।
টোকক-কুৎসাবাদী। টিট টিটকার ; উচ্চধনি ; নিন্দা।
টট্টুর ভেরীশব্দ ; ঢেড়ারাধ্বনি।

ঠ—প্রতিমা ; মহাধ্বনি। ঠকার-শিব ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু।
ঠকুর-ঠাকুর ; দেবগণ। ঠেলন হেলন ; অমান্যকরণ।
ঠৌর-ধৈর্য্য ; চৈতন্য। ঠেস-অবলম্বন ; আশ্রয়।
ঠকঠকীতে-বিপদেতে ; দায়েতে।

ড-শিব ; শব্দ ; ধ্বনি। ডকার-ত্রাস ; বাড়বাগ্নি ; বাঁশ।
ডমর-ভয়ে পলায়ন। ডমরু-চমৎকার ; ডমরুবাদ্য।
ডয়ন-নভোগতি। ডাকা-দস্যু ; সাহসী ; ডাকাত।
ডহর-গহ্বর ; নিম্নস্থান। ডঙ্কা-বাদ্যবিশেষ।

ডম্বরণে-মনস্তাপ ; খেদ। ডিম্ভক-বালক ; শিশু।
ডিম্ভ-মূর্খ ; অজ্ঞ ; শিশু। ডলন-মর্দ্দন ; পেষণ ; ঘর্ষণ।

ঢ—টবর্গের চতুর্থবর্ণ। ঢকার-ঢক্কা ; কুক্কুর ; ধ্বনি।
ঢুণ্ডি-গণেশ ; হেরম্ব। ঢক্কারী-দুর্গা ; দেবী।
ঢপ-মূর্ত্তি ; ধারী ; চলন। ঢঙ্গ-খল ; শঠ ; ছদ্মবেশ।
ঢুণ্ঢন-অন্বেষণ ; খোজন। ঢলা কৃশ ; শুষ্ক ; ম্লান।
ঢাণ্ডা-লোকসমূহ। ঢসন-ভগ্নহস্ত ; নিঃসরণ।

ণ-জ্ঞান ; নিশ্চয় ; শিব। ণকার-জল ; দান, গ্রীষ্মাগার।
ণকারালঙ্কার-জ্ঞানালঙ্কার।

ত্বং-তুমি। ত্রাতা-রক্ষাকর্ত্তা ; রক্ষক।
স্বং-ভিন্ন ; পৃথক। তনু-শরীর ; দেহ ; সূক্ষ্ম।
ত্রয়-তিন ; ত্রিসংখ্যারূপ। তীর্ণ-উত্তীর্ণ ; অভিভূত।
তক্ষা-সূত্রধর ; ছুতার। ত্রিবিষ্টপ-স্বর্গ ; সুরলোক।
তাতার-পিতার। ত্রিকালজ্ঞ-যে তিনকাল জানে।
ত্রিদিব-স্বর্গ ; সমুদ্র ; স্বর্গ। তর্ণ-বৎস ; শিশু ; শাবক।
তুণ্ডে-বদনে ; মুখে। তীক্ষ্ণ-খর ; উষ্ণ ; উগ্র ; প্রজ্ঞ
তান-গানাঙ্গ ; বিশেষ। লৌহ ; যুদ্ধ ; শীঘ্র।
তিমির-অন্ধকার ; অজ্ঞান। তরণি-সূর্য্য ; ভানু ; রবি।
তপন-সূর্য্য ; গ্রীষ্ম ; দাহ ; তলোদরী-ভার্য্যা ; স্ত্রী।
নরক। তনয়-সন্তান ; আত্মজ ; সুত।

তনয়া কন্যা; পুত্রী; সুতা।

ত্রিত্ব-তিন; পিতা; পুত্র; পরিত্রান।

তস্য২-তাহানয়২; শ্বশুর।

তম-অন্ধকার; পাপ; শোক।

তচ্চিন্তা-তাহার চিন্তা।

তরঙ্গ-লহরী; ঢেউ; ঊর্ম্মি।

তরুনখ-কণ্টক; কাঁটা।

তল-অধোভাগ; নিম্ন; তলা।

তলাতল-রসাতল; পাতাল।

তাদর্থে-তৎপ্রয়োজনে।

ত্বরা-বেগে; শীঘ্র; দ্রুত।

তরণিদিন-রবিবার; বিশ্রামবার।

তরল-চঞ্চল; দীপ্তিযুক্ত;

তাত-পিতা; জনক; আর্য্য।

তল্লজ-প্রশস্ত; উৎকৃষ্ট, উত্তম।

তলিমে-শয্যাতে; বিরলে।

তোয়-জল; সলিল; বারি;

তঙ্ক শোক; ত্রাস; শঙ্কা, কুঠার।

তক্ষী-তত্ত্ব; অনুসন্ধান; অন্বেষণ।

তুষ্টীক-মৌনী; নিঃশব্দ।

তরণী নৌকা; তরি; সূর্য্যকুমারী

তপস্যা-পুণ্যোদ্দেশে; ক্লেশজনক কর্ম্ম, ঈশ্বর সেবা।

তৎ-সেই; তিনি; তাহা।

তূণমৎকুন-প্রতিভূ; লগ্নক।

তীরিত-সমাপ্ত; সিদ্ধ।

তৃতীয়-ত্রিনের পূরণ।

থ-রক্ষণ; মঙ্গল; ভয়-চিহ্ন; পর্ব্বত।

থানা-আড্ডা; চৌকি-স্থান; দস্যুদের মিলন-স্থান।

থুবড়ন অধোমুখেপতন; নত হইয়া পড়ন।

থকার ভয়; ধ্বংশ; ভক্ষণ; ব্যাধি বিশেষ।

থর২-কম্পান্বিত; কম্পিত।

থুৎকার-থুথু ফেলন; নিষ্ঠীবন-ত্যাগানুকরণ।

থুতি-মুখ; চিবুক; দাড়ি।

থা-স্থান; স্থির; নিশ্চিত

দ-ভার্য্যা ; অচল; দাতা। দকার-দান, ভাগ করণ।

দণ্ডদাতা-শাসন কর্ত্তা ; শাস্তা ; রাজা; বিচারক। দারা-স্ত্রী ; ভার্য্যা ; পত্নী। দরিত-ভীত ; ত্রাসিত ; শঙ্কিত ;

দ্বয়-দুই ; উভয়; যুগ্ম। দণ্ডধর-রাজা ; ভূপতি ; যম।

দর্শান-দেখান ; দর্শন করান ; প্রকাশন। দক-জল ; সলিল, বারি।

দণ্ডনায়ক-সেনাপতি ; সেনানী।

দ্রুনখ-কণ্টক কাঁটা। দর্দ্দর-পর্ব্বত ; গিরি ; ঈষদ্ভগ্ন ;

দুর্ব্বৃত্ত-দুর্জ্জন ; দুরাত্মা উপদ্রবী ; অবাধ্য। দণ্ডকাষ্ঠ-ফাঁসিকাষ্ঠ , ক্রুশকাষ্ঠ।

দেহান্ত-পঞ্চত্ব ; তনুত্যাগে।

দারুণ-ভয়ানক ; কঠিন অসহ্য। দিবোকা-চাতকপক্ষি ; দেবতা।

দৃকপাত-অবলোকন ; দৃষ্টিপাত।

দদন-দান ; বিতরণ। দীননাথ-দরিদ্র পালক ; দীনরক্ষক

দানসৌণ্ড-অতিশয় দাতা ; বদান্যতা। দীন-দরিদ্র ; দুঃখি ; ম্লান ;

দৃষ্টান্ত-উদাহরণ ; উপমা।

দ্যো-স্বর্গ ; সুরলোক। দুর্দ্দিন-মন্দদিন ; ঝড় ; বাদল ; বিপৎকাল।

দুর্ব্বল-কৃশ ; অশক্ত অসমর্থ ; বলহীন। দুর্গতি-ক্লেশ ; দুরবস্থা ; দরিদ্রতা

দ্বেষ-হিংসা ; শক্রতা, বিরোধ। দূষ্য-নিন্দনীয় ; দূষণীয় ; বস্ত্র।

দান্ত-সুশাসিত ; বশীভূত।

ধ-ধন।

ধকার-ধর্ম্ম; ব্রহ্ম ; কুবের। ধ্যান-চিন্তন ; ভাবন ; যোগ।

ধীন্দ্রিয়-জ্ঞানেন্দ্রিয় ; মন-শ্চক্ষুঃ। ধ্বান্ত-অন্ধকার ; তমঃ।

ধৃষ্ণি-কিরণ ; রশ্মি ; দীপ্তি।

ধন্দা-দৃষ্টিভ্রম; অন্ধতা; ভ্রম।
ধূম্রলোচন-কপোত; পায়রা।
ধৈর্য্য-স্থিরতা; ক্ষমা সহিষ্ণুতা।
ধরণী-অবনী; পৃথিবী।
ধাম-গৃহ, বসতি স্থান; দেশ, প্রভা; আলো।
ধড় দেহ; কায়; শরীর।
ধন্য-কৃত কর্ম্মা; সাধু; ভাগ্যবান, পুন্যবান।
ধ্বংসক-নাশ কর্ত্তা; বিনাশক; হিংসক।
ধাওন-ধাবন; দৌড়ন।
ধারাঙ্গ-তীর্থ; খড়্গ।
ধর্ম্মময়-পুন্যময়; শুভাদৃষ্ট সব।
ধাবন-বেগে গমন; দৌড়ন।
ধী-মতি; জ্ঞান; বুদ্ধি।
ধীর-পণ্ডিত; ধৈর্য্যান্বিত; অচঞ্চল; প্রজ্ঞ।
ধারণ-গ্রহণ; অবলম্বন; রাখন; ঋণ গ্রহণ।
ধরিত্রী-পৃথিবী; অবনী; পৃথ্বী।
ধরা-পৃথিবী; গর্ভাশয়; মেদ; ধৃত; রক্ষিত।
ধার-দেনা; ঋণ; জলধারা।
ধ্বংস-নাশ; ভ্রংশ; হনন।
ধ্বনি-নাদ; শব্দ; রব; বাক্য বিশেষ।

ন প্রশংসা, নহে, নিষেধ; বন্ধন, দান।
নাগ-সর্প; রং; রাং; হস্তী, সীমা, নাগকেশর ফুল।
নিটল-কপাল; ভাল।
নিগড়-বেড়ী; লৌহ নির্ম্মিত শৃঙ্খল।
নকার-বৌদ্ধ; গণেশ; রণ।
নিস্ত্রিংশ-খড়্গ; অসি; নিষ্ঠুর।
নাশী-নাশ বিশিষ্ট; নষ্টকারক, ছিদ্র রোধ করণ।
নভোক-তমঃ, অন্ধকার; তিমির।
নফর-ভৃত্য; সেবক; চাকর।
নিষেধ-নিবারণ, বারণ, মানাকরণ

নাশ্য-নষ্ট করিবার যো- নরান্তক-রাক্ষস ; কৌনপ ; যম।
গ্য; বিনশ্বর, অনিত্য। নিষ্ঠুর-পুরুষ ; কঠোর ; নির্দ্দয় ;
নরী-নরজাতীয়স্ত্রী; নারী, ক্রূর।
অবলা। নিষ্কাশন-দূরীকরণ, তাড়ন ;
নগ বৃক্ষ; পর্ব্বত ; অচল। বহিষ্করণ।
নেত্র-চক্ষু; নয়ন ; অক্ষি। নেহারণ-দর্শন ; অবলোকন,
নিদেশ-আজ্ঞা ; আদেশ; দেখন।
অনুমতি। নগ্ন-নেংটা ; বিবস্ত্র ; দিগম্বর।
নির্ঘাত-বাতাসের অভিহত হইয়া ; যে শব্দ হয়, মহাশব্দ
বজ্রাঘাত নিত্য-স্থির ; নিশ্চিত, সনাতন।
নিরঞ্জন-বিসর্জ্জন, ত্যাগ, নিঃশেষ-সম্পূর্ণ, সমাপ্ত, শেষরহিত
নির্ম্মল ; নিষ্কলঙ্ক। নিশাপাল চৌকিদার ; প্রহরী।
নশ্বর-নাশ্য; ধ্বংসযোগ্য, নিবাস-গৃহ ; বসতি স্থান।
অস্থায়ী। নিঃশঙ্ক-নির্ভয় ; নিরাপদ।
নিরন্তর-নিবিড়, ঘন, নির্ব্বাসন-দূরীকরণ, নগরাদি
অনবরত ; অবিচ্ছেদ ; সর্ব্বদা। হইতে বাহির করা।
নির্ব্বাসন-দূরীকরণ; ন- নিস্তারক-ত্রাণকর্ত্তা ; উদ্ধারকর্ত্তা।
গরাদিহইতে বাহির করণ।
নীর-জল ; সলিল ; পয়। নাথ-স্বামী ; প্রভু ; প্রতিপালক।
নিকারণ-মারণ ; বধ নরমেধ-যে যজ্ঞে মনুষ্য বধ করিয়া
করণ। আহুতি দেয়।
ন্যুব্জ-বক্র ; কুব্জ ; অ- নীরনিধি-সমুদ্র ; সাগর ; জলধি।
ধোমুখ। নিরস্ত-ক্ষান্ত ; নিবৃত্ত ; নিরাকৃত।

নামাঙ্কিত-নামচিহ্নিত ; নাম খোদিত।

নরকীলক গুরুহত্যাকারী ; গুরুঘ্ন।

নরেশ্বর-দেশাধিপতি ;

নিস্তুল-অসম ; অসদৃশ ; অতুল ; তুলনারহিত।

নির্ঘোষ-নির্ঘাত ; নিঃশব্দ।

নিম্ন-অধঃ ; নীচ ; নাবাল ; গম্ভীর।

নিস্বন-শব্দ ; ধ্বনি ; নিনাদ।

নাচিকেতু অগ্নি ; অনল ; বহ্নি।

নিরাশ-আশ শূন্য ; হতাশ।

নেত্রাম্বু-অশ্রু ; চক্ষুর জল।

নিষ্প্রভ-প্রভাহীন ; দীপ্তি রহিত।

নিগ্রহ-তাড়না ; প্রহার ; ক্লেশ।

নমস-প্রণাম ; নতি।

নগ্নক-প্রতিভূ ; জামিন।

নভঃ-আকাশ ; গগন ; শ্রাবণমাস।

নমস্য-পূজ্য ; নমস্কারের যোগ্য।

নির্ম্মল-মলরহিত ; স্বচ্ছ ; শুদ্ধ।

নৃপতি-রাজা ; ভূপতি।

নৃপবর-শ্রেষ্ঠরাজা ; রাজাধিরাজ।

নির্ভর-অতিশয় ; অবলম্বন ; ভরসা।

নয়ন-চক্ষু ; নেত্র ; অক্ষি ; প্রাপ্তি।

নলকাল-জানু ; জঙ্ঘা ; হাঁটু।

নির্দ্দুষ্ট-নির্দ্দোষ ; দোষহীন।

নির্ণয়-নিশ্চয় ; অবধারণ।

নৈকট্য-নিকটভাব ; সামীপ্য।

নির্ব্বাণ-অস্তগমন ; অন্তর্দ্ধান ; মোক্ষ

নিধন-ধ্বংস ; নাশ ; অদর্শন।

নিরুপায়-উপায়হীন ; আশ্রয়হীন।

নিখিল-সমস্ত ; সমগ্র, সকল।

নিরাহার-অভোজন ; অনশন।

নক্ত-রাত্রি ; নিশা ; রজনী ; যামিনী

নিরস-রসহীন ; রসাভাব ; শুষ্ক।

নভোমণি-সূর্য্য ; ভানু ; দিবাকর।

প-রাজপুত্র ; সাক্ষ্য। পকার-পবন ; পত্র।

পয়োধর-মেঘ ; স্তন। পরম-উৎকৃষ্ট, প্রধান, আদ্য, শ্রেষ্ঠ

পুরাতন-ইতিহাস, পুন্য-শুভাদৃষ্ট, ধর্ম, সুকৃতি।
প্রাচীন বৃত্তান্ত। পণ্ড-ক্লীব, নপুংসক, নিরর্থক।

পর্যটন-সর্ব্বতোভাবে প্রাজ্ঞ-পণ্ডিত, নিপুণ, দক্ষ।
ভ্রমণ। পূর্ব্বাপর-অগ্রপশ্চাৎ।

পর্য্যেষণা-গবেষণা ; অন্বেষণ, অনুসন্ধান।

প্রতিমা-প্রতিমূর্ত্তি, প্রতিকৃতি, প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া ;

পূজারি-দেবলব্রাহ্মণ, প্রণিপাত-প্রণাম; প্রণতি, নমস্কার।
পূজাজীবী। প্রদক্ষিণ-চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ, দক্ষিণা-

পটল-গ্রন্থ, পরিচ্ছেদ, বর্ত্তে, দেবতার উদ্দেশে ভ্রমণ।
ছাদ, বৃক্ষ। পুরাণ-ব্যাসাদি মুনি প্রণীত গ্রন্থ

প্রায়শ্চিত্ত-পাপক্ষয়, বিশেষ, প্রাচীন।
নিমিত্তসাধন কর্ম্ম, পাপনাশন কার্য্য।

পঁচত-সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র। পূষা-সূর্য্য, রবি, ভাস্কর।

পাদ্যার্ঘ-পাদপ্রক্ষালনার্থ জল ও পূজার দ্রব্য।

পাদোদক-চরণামৃত, পানীয়-পানের দ্রব্য, দ্রাক্ষারস।
পদ ধৌত জল। পূজা অর্চ্চনা, যজন, উপাসন।

পদাব্জ-চরণধুলা। পূজিল দেবতা, পূজ্য, মান্য।

পূত-পবিত্র, শুদ্ধ, শস্য, পঞ্চত্ব মৃত্যু, মরণ, পাঁচের ধর্ম্ম।

পুদ্গল-আত্মা, দেহ, প্রপঞ্চ বিপর্য্যাস, ভ্রম, বিস্তার, জ-
শরীর, সুন্দরাকার। গৎ, সংসার।

পতন-পতিত হওন, পাত, পড়ন।

প্রকীর্ত্তন-প্রস্তাবন, বর্ণন কথন।

পল্লবী বৃক্ষ, দ্রুম, তরু।

পালক-রক্ষক, পোষক, শাসন কর্ত্তা।

পদ্মপাণি সূর্য্য, ব্রহ্মা, পদ্মহস্ত।

পতি-প্রভু, স্বামী, নায়ক, অধিপতি।

প্রসবন-উৎপাদন, জন্মান।

প্রোক্ত-কথিত, প্রকর্ষে, উক্ত।

প্রভা-দীপ্তি, আলোক, প্রকাশ।

পয়োধি-সাগর, সমুদ্র, বারিনিধি।

পতঙ্গ-সূর্য্য, ফড়িঙ্গ, পক্ষী, পারদ চন্দন।

পর্ব্বধি-চন্দ্র, বিধু, শশাঙ্ক।

পুং-পুংলিঙ্গ, পুরুষ বাচক, নর।

পেশল-চারু, মনোহর, সুন্দর, নিপুন, ধূর্ত্ত, দক্ষ।

পত্নী-বিবাহিতা স্ত্রী, ভার্য্যা, দারা।

পরাৎপর-শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বর।

পুত্রী-কন্যা, দুহিতা, পুত্রবান।

প্রসাদ-প্রসন্নতা, অনুগ্রহ, নৈর্ম্মল্য।

প্রমাদ-অনবধানতা, ভ্রম।

প্রজ্ঞপ্তি-সঙ্কেত, জ্ঞাত করণ।

প্রাশন-ভোজন, প্রকৃষ্ট।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ছলন।

পূতাত্মা-পবিত্র স্বভাব, শুদ্ধ দেহ, নিষ্পাপ শরীর।

পাদপ-বৃক্ষ, তরু, দ্রুম, গাছ।

প্রফুল্ল-বিকসিত, উৎফুল্ল, বিকাস যুক্ত।

প্রকৃতি-স্ত্রী, শক্তি স্বভাব, ধর্ম্ম।

প্রাণান্ত-প্রাণাবসান, প্রাণ শেষ, মরণ।

প্রবঞ্চক-প্রতারক, শঠ।

প্রীত-প্রীতিযুক্ত, প্রমুদিত।

প্রাচীন-পুরাতন, প্রীত, সন্তুষ্ট।

প্রয়াস প্রযত্ন, শ্রম, ক্লেশ, আয়াস। পুলকিত-হর্ষিত, আহ্লাদিত।

প্রসূ মাতা, ঘোটকী।

পূর্ণ-পূরিত, ভরা, সাঙ্গ। পর্য্যুদস্ত-একেবারে নিষিদ্ধ।

প্রসূত-প্রসবকরা, উৎপন্ন। প্রসূতিজ দুঃখ, ক্লেশ, যাতনা।

পন্নগ-সর্প, উরগ, অহি।

পৃদাকু-ভুজঙ্গ, বৃশ্চিক, প্রতিশ্রব-অঙ্গিকার, প্রতিজ্ঞা।

প্রাণস্থল-অন্তর,বক্ষস্থল।প্রত্যক পশ্চিম দিক, পশ্চিমদেশ।

প্রৈষ্য-দাস, ভৃত্য, প্রেরণীয়। প্রত্যক্ষ-স্পষ্ট, সাক্ষাৎকার।

প্রত্যাদেশ-দৈববাণী, নিরাকরণ।

পর্ষৎ-পরিষদ, সভা, সমাজ। প্রদর্শন-ঈক্ষণ, দেখন, প্রকাশন।

পতিতপাবন-পতিতেরপবিত্রকারী।

প্রমুদিত-হৃষ্ট, আহ্লাদিত, আনন্দিত। পদান-স্তব করণ, সংকীর্ত্তন।

প্রতিম-তুল্য, সদৃশ, সমান।

প্রগ্রীব-অশ্বশালা, গবাক্ষদ্বার। পল-অত্যল্পকাল, তৃণ, মাংস।

পচত-সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র।

পরিধাবন পশ্চাতে দ্রুত গমন, চিন্তন, বিবেচন।

পপি-চন্দ্র, নিশাকর। পদ্মবন্ধু সূর্য্য, দিবাকর; ভ্রমর।

প্রাঞ্জল-সোজা, সরল, ঋজু। প্রবোদ্ধা-পরিজ্ঞাপক, বোধ দাতা।

প্রচ্ছনা-আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ।

প্রভূত-প্রচুর, যথেষ্ট, উন্নত। প্রাসাদ-গৃহ, অট্টালিকা; রাজগৃহ, বড়গৃহ।

প্রবীণ নিপুণ, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ, যোদ্ধা কৃতীকুশল।

পরিণয়-বিবাহ দার- পরিগ্রহ। পানীয়-পানযোগ্য, পেয়।
পয়ঃ-জল, ক্ষীর, দুগ্ধ।
পারিষদ-সভাস্থ, সভা-সদ, সভ্য। পাথিস-সমুদ্র, চক্ষু, জল।
পর্য্যবসান-প্রাপ্তি, শেষ, পরিণাম।
পাশ-রজ্জু, গুণ, সূত্র, দড়ী। পশ্য-দেখ, প্রশংসা, বিস্ময়।
পৃথুল-মহৎ, বড়, বিস্তৃত।
প্রাণাকর-জীবনাকর, বলাকর। পদব্রজ-পদ দ্বারা গমন, পায়েচলন
পল্লি-পাড়া, ক্ষুদ্রগ্রাম, কুঠী।
পর্য্যটন সর্ব্বতোভাবে ভ্রমণ। প্রতিশ্রব-অঙ্গিকার, স্বীকার।
পর্ব্ব-উৎসব, আনন্দ, গাঁইট।
পরমার্থ-উৎকৃষ্ট, বস্তু, যথার্থ, তত্ত্ববিষয়। পিতর-প্রস্তর, যেশুর শিষ্যসংসাধারী
পিতৃকানন-শ্মশান, সমাধি, কবর।
প্রতিনিধি-মুখোর, স-দৃশ, তৎস্বরূপ বদলি প্রতিশীর্ষ-প্রতিনিধি, বদলি, যামীন
পিনাক-শূল, ত্রিশূলের ন্যায় ক্রুশ।
প্রচ্ছাদন-উত্তরীয়বস্ত্র, প্রাবার, আচ্ছাদন, প্রবুদ্ধ-পণ্ডিত, প্রফুল্ল, চৈতন্য-প্রাপ্ত; জাগ্রত।
পরি-সর্ব্বতোভাবে শেষ, উপসর্গবিশেষ। প্রাদুর্ভাব-মহিমা, প্রকাশ।
প্রসহ্য-হটাৎঅকস্মাৎ, বলপূর্ব্বক।
প্রেরিত-প্রেষিত, নি-য়োজিত। প্রবোধ-প্রকৃষ্ট জ্ঞান, চৈতন্য, বি-নিদ্রত্ব,।
পয়ান-গতি, প্রস্থান। প্রত্যাবলোকন-পুনর্ব্বার দর্শন।
পরিজ্ঞান-নিশ্চয় বোধ, সর্ব্বতোভাবে অবগত।
প্রবোধ কর্ত্তা,-চেতন কর্ত্তা, ধর্ম্মাত্মা। প্রতিক্ষণ-পৌনঃ পুন্য বারবার ক্ষণে ক্ষণে।

প্রত্যয়-বিশ্বাস, নিশ্চয় জ্ঞান। পদাঙ্ক-পদচিহ্ন, পায়ের দাগ।
প্রক্ষালন-ধাবন, ধৌতকরণ, মার্জ্জন
প্রত্যাগমন-ফিরিয়া আসা, পুনরাগমন।
পাদবন্দন-চরণ সেবন, পদে প্রণতি করণ। ফনধর-সর্প, ভুজঙ্গ, অহি।
ফটস্ফীত-অহির মস্তক তোলন।

ফটা-ফণা, দম্ভ কিতব। ফুল্লি-বিকাশ, প্রকাশ, স্ফুটন।
ফলিত-ফলজাত বৃক্ষ, ফল বিশিষ্ট। ফন্দি-ছল, ছুতা, প্রতারণা।
ফাঁদ-ফাঁশ, পাশ, জাল।
ফাঁড়া-রিষ্টি, আপদ, বিভ্রাট। ফেরব-শৃগাল, রাক্ষস, হিংস্রক।
ফলদ-ফলদাতা, অভীষ্টপ্রদ, সফল
ফুল্ল-বিকশিত, পুষ্প, ফুল। ফুষি-নির্ধন দরিদ্র, নিস্ব, তুচ্ছ।
ফর-টাল, ফলক, তক্তা।
ফাল-হলোপকরণ; লাঙ্গলস্থ ভুমি। ফলভুমি কর্ম্মফল ভোগ স্থান।
ফলগ্রাহক-ফলগ্রাহক; ঈশ্বর।
ফিত্তি-পাপ, নিষ্ফল, বাক্য; কোপ। ফলশ্রুতি কর্ম্মফল; শ্রবণ, ফল-প্রশংসা।
ফলমুখ-শস্য, সংগ্রহকাল, ফল পাড়িবার সময়।

ব-বাহু; বরুণ; জলাধিপতি।
বকার-জলপাত্র, বায়ু, বদন-মুখ, আস্য, আনন, কথন।
বপুঃ-শরীর, প্রশস্ত আকৃতি। বেপন-কম্পন, কাপন, নড়ন।
বর্ব্বর-পামর, নীচজাতি, মুর্খ, অজ্ঞ

বুধমান-মনুষ্য, মানব মনুজ।

বপিল-তাত, জনক, পিতা, বাপ।

বায়ুকেতু ধুলি, ধুলা, পাংশু।

বিপিন-বন, কানন, অটবী, অরণ্য।

ব্রজ-পন্থা, গোষ্ঠ।

বিরিঞ্চন সৃষ্টিকর্ত্তা, বিধাতা, ব্রহ্মা।

বিভ্রৎ-ভরণপোষণ-কর্ত্তা, ধারণকারী

বিমল-নির্ম্মল, স্বচ্ছ, পরিষ্কার চারু।

বিশ্রাম-বিরাম, শ্রম শান্তি।

বিনীয়তে-পাপেতে, কলুষেতে, অধর্ম্মেতে।

বাসুকি-সর্পেররাজা, অনন্ত, ফণিরাজ

বসুধা-ধরণী, পৃথিবী, পৃথ্বী।

বনান-নির্ম্মান, গঠন, রচন।

বনিতা, ভার্য্যা, স্ত্রী মাত্র।

বল্গু-সুন্দর, সুশ্রী, মনোহর।

বিচিত্র-আশ্চর্য্য, বিস্ময়, চমৎকার।

ব্রজ্যা-পর্য্যটন, ভ্রমণ, বর্গ, সমূহ।

বিশ্বস্রষ্টা-সৃষ্টিকর্ত্তা, ঈশ্বর,

বিহ্বল-ব্যাকুল, ভয়াদি হেতুক।

বদান্য-দাতা, দানশীল, মুক্ত হস্ত।

বিভু-প্রভু, শঙ্কর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু।

বিলোকন-অবলোকন, নিরীক্ষণ, দর্শন, দেখন।

বিরাম-নিবৃত্তি, বিরতি অবসান, শেষঃ বিশ্রাম, ক্ষান্তি।

বিভা-প্রভা, কিরণ, প্রকাশ, শোভা, বিবাহ।

বিনীতাত্মা-নম্রমনা, শিষ্ট, সাধু।

বর্জ্জন-ত্যাগ, ছাড়ন, পরিহার।

বীজপুরুষ-আদিপুরুষ বংশের মূলব্যক্তি।

বিধি-ব্যবস্থা কাল, বিধিবাক্য, বিধাতা।

বায়ুরোষা-রাত্রি, নিশা, রজনী।

বাগ্দত্তা-বাক্য দ্বারা সম্বন্ধস্থির, বাগ্দান।

বিনিময়-বদল, পরিবর্ত্ত, পরিদান।

বিপক্ষ-শত্রু, রিপু, অরি, বিপক্ষ।
বধয়-মার, প্রাণহন্তা, হননকর।
বিপুল-বৃহৎ, প্রকাণ্ড,
বিকীর্ণ-নিক্ষিপ্ত,ছড়ান।
বল্লি-পৃথিবী, লতা।
বয়ান-ব্যাখ্যা, অর্থ, মুখ।
বিলোচন-চক্ষু নয়ন, নেত্র।
বিভাকর-সূর্য্য, রবি, দিবাকর, মার্ত্তণ্ড,
বিশ্ব-সমুদায়, ব্রহ্মাণ্ড, জগৎ
বনদ-মেঘ, বারিদ, বনদাতা।
বচলু-শত্রু, অরি,রিপু দোষ।
বোধ-জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুমান।
বপুঃস্রব-শরীরস্থ রস-ধাতু, রক্ত।

বিষধর-সর্প, ভুজঙ্গ, সাপ।
বিগম-নাশ, অপগম, অন্তর্ধান।
বাগ্‌দণ্ড-বাক্য দ্বারা ভর্ৎসনা, তাড়না।
ব্রত-শ্রুতপুন্য কর্ম্মার্থে উপবাস, ইত্যাদি কর্ম্ম।
বল্কিল-কণ্টক, কাঁটা।
বাসিষ্ঠ-রক্ত, রুধির, শোণিত।
বিগলিত-স্খলিত, পতিত, ক্ষরিত।
বাগ্‌দত্ত-বাক্য দ্বারা দান।
বোধন-বিজ্ঞাপন, জানান।
ব্যাপন্ন-মৃত, নষ্ট, গতাসু।
বিকলাঙ্গ-স্বভাবতঃ ন্যূনাঙ্গ, অঙ্গহীন, খঞ্জ প্রভৃতি।
বন্দন-প্রণাম, ভক্তিপূর্ব্বক স্তবকরণ
বাহন-হস্তি, অশ্ব, রথাদি, যান।
বিক্রম-সৌর্য্যাতিশয়, অতিশয়বল
বঞ্চন-প্রতারণ, ঠকান।
বারেক-একবার, এক সময়, সকৃৎ।
বিবলস-বাইবেল, ধর্ম্মপুস্তক।
বরণডালা-বরণের উপকরণ পাত্র, প্রার্থন নৈবেদ্য সম্ভ্রম।
বিলোকন-অবলোকন, নিরীক্ষণ,

বিমোক্তা-ত্রাণকর্ত্তা, মোচনকারক।
বিভব-ধন, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, মোক্ষ।

দর্শন, দেখন।
ব্যাপদে-মৃত্যুতে বিপদে, আপদে
বাষ্প-চক্ষুর জল, অশ্রু, লোহ, উষ্মা

ভ-
ভুবনেশ্বর-জগদীশ্বর
ভোঃ-সম্বোধনার্থ, প্রশ্নার্থ, আভিমুখ্যার্থ।
ভ্রংশক-নষ্টকারী, বিচ্ছেদকারী।
ভুজঙ্গ-সর্প, অহি, লম্পট।
ভক্ত-অনুরক্ত, অনুগত, সেবক।
ভবাব্ধি-সংসাররূপসমুদ্র, ভবসাগর।
ভবান-তুমি, যুষ্মদর্থ।
ভাবিক-ভবিক, মঙ্গল, শুভ কল্যাণ।
ভা-দীপ্তি, প্রভা, কিরণ।
ভীরু-ভয়শীল, ত্রস্ত, অজা, ছায়া।

ভকার-
ভক্তবৎসল-ভক্তানুগ্রাহক, ভক্তের প্রতি স্নেহ।
ভগবান-প্রভু, ঈশ্বর, সূর্য্য পূজ্য।
ভরণ্য-মিত্র, অগ্নি, ঈশ্বর, চন্দ্র।
ভু-পৃথিবী, ভূমি, যজ্ঞাগ্নি।
ভুয়োভুয়ঃ-পুনঃ২ বারম্বার।
ভুরিষ্ট-প্রচুর, অধিক, যথেষ্ট।
ভুমিবর্দ্ধন-মৃত্যু, নিধন, শব, মড়া।
ভবৎ যুষ্মদর্থ, বর্ত্তনার্থ।
ভগ-ইচ্ছা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, কীর্ত্তি, মাহাত্ম্য, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশ, সৌভাগ্য
ভবদীয়-তোমার, যুষ্মৎ সম্বন্ধীয়।
ভবন্তি-বর্ত্তমান কাল, উপস্থিতকাল
ভদ্রসমাচার-মঙ্গল সমাচার।
ভাষ-কথা, বাক্য, পদ।
ভ্রেষণ-চলন, গমন।
ভুলোকা-উলুই, জলাকর।

ভবন-গৃহ, আলয়, ভাব, বাটী, উৎপত্তি হওন।

ভ্রূক্ষেপ-ঈষৎ অবলোকন।

ভূস্পৃক-মানব মনুষ্য, ভূমি স্পর্শ কারী।

ভীষণ-ঘোর, ভয়ানক।

ভদ্রনিধি-মহাদান বিশেষ।

ভর্ত্তৃ-পতি, স্বামী, রাজা, ভূপাল।

ভদ্রাসন-নৃপাসন, সিংহাসন, বসত-বাটী।

ভূধর-পর্ব্বত, গিরি, শৈল।

ম-

মকার-

মহাত্ম-উত্তমস্বভাব-যুক্ত, মহাশয়।

মহি-পৃথ্বী, ধরণী।

মহাপথ-মৃত্যু, রাজবর্ত্ম, যে পথে না ফেরে।

মমতা-আত্মতুল্য স্নেহ বা অনুরাগ।

মঙ্গলকর-শুভকর, কল্যাণ দায়ক।

মহানাদ-বৃহদশব্দ, হস্তী, সিংহ উষ্ট্র, শঙ্খ, কাহ্লা বাদ্য।

মঞ্জু-মনোজ্ঞ, সুন্দর, চারু, মনোহর।

মনোরম-মনোজ্ঞ, মনোহর সুন্দর

মেসায়া-প্রতিশ্রুত, ত্রাণকর্ত্তা, অভিষিক্ত।

মর্ত্তস্থ-অবনীস্থ, পৃথিবীস্থত।

মর্ম্মকীল স্বামী, প্রভু, ভর্ত্তা।

মেধ-ক্রতু, যাগ, যজ্ঞ।

মর্ত্ত-মনুষ্য, সদ্য, উপনীত, ব্রাহ্মণ

মোক্তা-মোচনকর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা।

মরুৎপ্লব-সিংহ কেশরী মৃগেন্দ্র

মদার-শটধূর্ত্ত, শুকর, কামুক।

মধুজা-পৃথিবী, ধরণী, ধরিত্রী।

মনোরথ-ইচ্ছা, বাঞ্ছা, মনের বাসনা।

মৃত্যুঞ্জয়-মৃত্যুজয়কারী।

মনোরঞ্জক-মনের আনন্দ জনক

মর্ত্তব্য-নাশ্য, মারিবার যোগ্য।
মাহাত্ম্য-মহাত্মতা, প্রভাব, মহত্ত্ব।
মমতা-আত্মতুল্যস্নেহ বা অনুরাগ।
মূর্দ্ধ-মস্তক-মস্তক, শিরঃ, মাথা।
মহী-লোকেশ-রাজা, ভূপতি, নরেশ।

মনুজ-মনুষ্য, মানুষ, নর।
মনোহর-মনোজ্ঞ, সুন্দর, স্বর্ণ।
মেধ্য-পবিত্র, পূ[illegible]চ, যজ্ঞীয়।
মোদিত-হর্ষযুক্ত, আহ্লাদিত।
মণিমান-মণিবিশিষ্ট, রত্নভূষিত।
মণিমন্দির-রত্নময়গৃহ, মণিমণ্ডপ।
মঙ্গলবাদ-কল্যাণ প্রার্থনা; কুশল কথন।
মন্যু-যন্ত্রণা, খেদ, তাপ, জ্বালা।

য-

যকার-

যাবজ্জীবন যাবদায়ু, জীবন পর্য্যন্ত।
যাচনীয়-ভিক্ষণীয়, ভিক্ষা করিবার যোগ্য; প্রার্থনীয়।
যুগল-যোগ, যোড়া।
যজ্ঞভূমি-যাগস্থান, যজ্ঞস্থল।
যজ্বি-যষ্ট, যজমান, যাগকারী।
যজ্ঞেশ্বর-যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা।
যুষ্মদ তুমি, সম্বুধস্থ-

যাত্রা-প্রস্থান, গমন, দেশভ্রমণ।
যাপন-কালক্ষেপণ, কাটান।
যাবযুক্তা-আলতামাখা, রাঙ্গাপদ।
যজ্ঞভাজন-যজ্ঞপাত্র।
যজত-পুরোহিত, ঋত্বিক।
যজন-যাগকরণ, পূজন।
যজ্ঞান্ত-যাগশেষ, যজ্ঞ সাঙ্গ।
যথোচিত-যথাযোগ্য, ন্যায়মত।
যুষ্মদীয়-ভবদীয়, তোমার।
যত্রতত্র-যেখানে সেখানে, যথাতথা।
যশঃশেষ মৃত্যু, মরণ, ধ্বংস।

র-

রৌরব ঘোর, নরক, ভয়ানক, ধ[illegible]

রোধ্র-অপরাধ, পাপ।

রৌক্ষ্য-রুক্ষতা, রুক্ষত্ব, নিঃস্নেহতা।

রূঢ়-জাত, প্রসিদ্ধ, প্রকৃতি।

রোষ-ক্রোধ, কোপ।

রসনা-জিহ্বা, রসনেন্দ্রিয়।

রুক-বহুপ্রদ, বহুলদাতা, মহাবদান্য।

রড়ন-শীঘ্রগমন, দৌড়ন।

রাশীকৃত-পুঞ্জ, স্তূপ।

রিঙ্খন-স্খলন, রক্ষণ।

রসন-আস্বাদন, রসগ্রহণ।

রুদ্রভূ-শ্মশান,

রত্নসূতে-পৃথিবীতে, ধরণীতে।

রকার-

রাশীকৃত-বহুল, পুঞ্জীকৃত।

রুহিরুহিকা-উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, ভাবনা।

রোদস-স্বর্গ, আকাশ।

রিপু-শত্রু, বৈরী, বিপক্ষ।

রিশ-হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা।

রদ-দশন, দন্ত, দাঁত, খোঁড়ন।

রশ্মি-কিরণ, প্রভা, রজ্জু।

রুদ্ধ-আবৃত, আটক, কয়েদ।

রোম-জল, তনুরুহ, লোম।

রুদিত-ক্রন্দন, কাঁদন, বিলাপ।

রোধ্রত-পাপে রত, রোধ্র পাপ, কলুষ, দোষ, অপরাধ।

রেতজা-বালি, বালুকা।

রথ-পদ, চরণ, দেহ, কায়, স্যন্দন, চক্রবিশিষ্ট, যুথাশ্বযান।

রুচিত-মিষ্টবস্তু, স্বাদু দ্রব্য।

রেণু-ধূলি, পাংশু, গুঁড়া।

রুহ-আরোহণ, জাত, উৎপন্ন।

রক্ষিত-প্রতিপালিত, রক্ষা করা।

ল- লকার-

লট্ট-দুর্জ্জন, দুষ্ট। লণ্ডভণ্ড-উচ্ছিন্ন, প্রচ্ছিন্ন, ব্যতিব্যস্ত।

লোকান্তর-পরলোক, মৃত্যু। লোকেশ্বর-ভুবনেশ, রাজা।

লোকযাত্রা-সংসারযাত্রা।

লোকাপবাদ-জনসমক্ষে নিন্দা। লজাক-যেশুর শিষ্য ও দিনের মরা তাহাকে শ্মশান হইতে উঠান।

লপন-মুখ, বদন, ভাষণ, কথন। লাঞ্ছিত-ভর্ৎসিত, তিরস্কৃত, নিন্দিত।

লজ্মা আঘাত, প্রহার, মারণ।

লোকনাথ-রাজা, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু। লগ্নক-প্রতিভূ, জামীন।

লষিত-বাঞ্ছিত, ইষ্ট, অভীষ্ট।

লোহ-লৌহ, রক্ত, রুধির, অন্তক। ললিত-সুন্দর মনোজ্ঞ, কোমল, নরম।

লোচন-চক্ষু, নেত্র, নয়ন।

লাশ-মৃতদেহ, শব। লষণীয়-স্পৃহণীয়, বাঞ্ছনীয়:

লঙ্গের-চরণের, লঙ্গ, পাদ, কচ্ছ, কাছা। লীঢ়ন-আস্বাদন, লীঢ়, আস্বাদিত।

লেহ্য-অমৃত, সুধা, লেহনীয়, চাটিবার যোগ্য।

লগড়-চারু, মনোহর, সুন্দর।

লঙ্ঘন-উপবাস, অতিক্রম, লম্ফন, ডিঙ্গান।

বকার- ব্যাকুলাত্মা-শোকাভিহতচিত্ত, উদ্বিগ্নমনা, উৎকণ্ঠিত অন্তঃকরণ।

বিলোপ-একেবারে লোপ, নাশ, ধ্বংস। বিচিত্র-আশ্চর্য্য, বিস্ময়, চমৎকার, নানাবর্ণ।

বদন্য-বদান্য, বহুপ্রদ, দাতা, উদার। বনীক যাচক, প্রার্থক, ভিক্ষুক।

বয়ুন-জ্ঞান, জ্ঞাত। বোধন-বিজ্ঞাপন, জানান।

শকার- শুভ-ক্ষেম, মঙ্গল কল্যাণ।

শ্রয়ণ-আশ্রয়, অব- শ্রীপতি-পৃথিবীনাথ নারায়ণ।
লম্বন। শ্রিত-সেবিত, আশ্রিত।

শোভন সুন্দর, শো- শস্ত-কল্যাণ, শরীর, শুভ, প্রশস্ত।
ভাজনক। শৃঙ্গিণ মেষ, মেড়া, ভেড়া।

শ্রদ্ধা-দৃঢ়ভক্তি দৃঢ়, শরণ্য-রক্ষক রক্ষণার্থ, আশ্রয়দানে
বিশ্বাস, আদর। সমর্থ।

শুশ্রূষণ-উপাসনা. শোধন-শুদ্ধকরণ, নির্দ্দোষকরণ।
সেবা, পরিচরণ। শোণিত-রক্ত, রুধির, কুঙ্কুম।

শয়থ-অজগরসর্প। শুভঙ্কর-মঙ্গলকারক ক্ষেমঙ্কর।

শিতান বালিশ, উ- স্বাসহেতি-নিদ্রা ঘুম।
পধান, শিয়র। শতধৃতি-স্বর্গ, ইন্দ্র, ব্রহ্মা।

শাবর-পাপ, অপ- শসন-মারণ, যজ্ঞার্থে পশু হনন।
রাধ, মৃগচর্ম্ম। শ্বস্তন-ভবিষ্যদ্বস্তু ভবিষ্যৎ।

শাদ-কর্দ্দম, কাদা, শ্বসন-নিঃশ্বাস, বায়ু।
তৃণ,ঘাস। শ্বান কুক্কুর কুকুর।

শাল্মলি-নরক, শ্লক্ষ্ণ-মনোজ্ঞ, মনোহর, অল্প।
শিমুলগাছ। শক্ন প্রিয়ভাষী প্রিয়ম্বদ।

শ্রীযেশু-প্রভাময় শ্রুতি-শ্রবণ, কর্ণ, শ্রোত্র, বেদ।
সত্যত্রাণকর্ত্তা। শ্রোত্র-কর্ণ, কাণ।

শ্রোণ-পঙ্গু, খোঁড়া। শরণী-পথ বর্ত্ম, মার্গ।

শ্রেণি-পংক্তি। শোভা-দীপ্তি, কান্তি, দ্যুতি।

শান্ত্বিত-যাহাকে স্বান্তনা করা গিয়াছে।

শাড-শব্দ, স্পন্দ, স্পর্শজ্ঞানাবোধ।

শান্ত-উপশম প্রাপ্ত, শমিত্র, জিতেন্দ্রিয়, শিষ্ট।

শমক-শান্তিকারক, শান্তিকর্ত্তা।

শান্তি-কামক্রোধাদির প্রশম, উপশম।

ষকার-

ষড়ঙ্গ-ছয় অঙ্গের জয়কারী; বিষ্ণু।

ষড়্রিপু-কাম; ক্রোধ; লোভ; মোহ; মদ; মাৎসর্য্য।

ষড়ধা-ছয়প্রকার; ষড়্বিধ।

ষড়্ভুজা-দেবীবিশেষ; খরমুজা।

ষোড়শী-যজ্ঞপাত্রবিশেষ; দশ মহাবিদ্যান্তর্গত বিদ্যাবিশেষ।

ষড়ানন-কার্ত্তিকেয়; স্কন্দ; কুমার।

ষোড়শোপচার-ষোল প্রকার পূজার উপকরণ।

ষটকর্ম্ম-অধ্যাপন; অধ্যয়ন; যজন; যাজন; দান; প্রতিগ্রহ; এই ছয়।

ষহসাহ্ন যজ্ঞ; ক্ষমাবান; ময়ূর।

ষড়্বক্ত্র-কার্ত্তিকের; কুমার; ছয়মুণ্ড।

ষড়্বিন্দু-বিষ্ণু; কীটভেদ।

ষষ্ঠী-কাত্যায়নী; দেবীবিশেষ।

ষষ্ঠীকা-চামুণ্ডা; দেবীবিশেষ।

ষোড়শভুজা-ষোড়শহস্তযুক্তা; ভগবতী।

ষিড়্গ লম্পট; কামুক; ইত্যাদি।

ষোড়শাঙ্গ-ষোলপ্রকারগন্ধদ্রব্যযুক্তধূপ।

সকার-

সঞ্চৎ-প্রতারক; বঞ্চক।

সাকার আকারবিশিষ্ট, মূর্ত্তিমান।

সবিত্রী-মাতা; জননী; প্রসবকারিণী।

সদনে আলয়ে; গৃহে; গেহ।

স্বীয়-স্বকীয়; নিজ; আত্মসম্বন্ধীয়। সনাতন-নিত্য; সর্ব্বদা; ভাবী; বিষ্ণু; শিব; ব্রহ্মা।

সিন্ধুশয়ন-প্রভু; নারায়ণ। স্বয়ম্ভু-স্বয়ং জাত; প্রজাপতি।

স্রষ্টা-সৃষ্টিকর্ত্তা; প্রজাপতি।

সুরম্য-সুরমণীয়; মনোহর। সু-ভাল; সুন্দর; শোভন।

সাদর-আদরযুক্ত; মান্য।

সমীক্ষণ-সম্যক প্রকারে দর্শন। স্বস্তিবচন-মঙ্গলকথন; মাঙ্গল্যকর্ম্মার স্ত্র।

সস্ত্রীক-জায়া স্বামী উভয়।

স্বাপদ-ব্যাঘ্রাদি; স্রংসন-অংপতন; চ্যুত হওন।

সম্ভাষণ-কথন; আলাপন। সচিব-মন্ত্রী; পরামর্শী; সহায়।

সম্মাতুর-ধার্ম্মিকা স্ত্রীর সন্তান।

সমর্দ্ধক-বরদ, বরদাতা। সার্থক-ফলজনক সফল।

সমীক্ষণ-সম্যক প্রকারে দর্শন।

সমানোদক-এ- কোদক; চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত; জ্ঞাতি। স্বন-শব্দ; ধ্বনি।

সমুদ্ধার-সম্যক প্রকারে উদ্ধার। সন্তমস-চতুর্দ্দিক আচ্ছন্নকারী অন্ধকার; সর্ব্বতোব্যাপি অন্ধকার।

সুর-সূর্য্য; ভাস্কর; আকন্দবৃক্ষ। স্তনপান্তে-প্রায় যুবকালে।

সোমত্ত-যুবা; তরুণ; বলবান।

সুধী-বিদ্বান; পণ্ডিত; সুন্দর বুদ্ধিবিশিষ্ট। সুধীর-অতিশয় শিষ্ট; অতি শান্ত।

সিদ্ধি-নিষ্পত্তি; সুমঙ্গল; ভাঙ্গ। সহসা-হঠাৎ; অকস্মাৎ।

সত্রী-গৃহপতি; সদা দান বা যজ্ঞাধিকারী

সংরূঢ়-অঙ্কুরিত; সমক্ষ-চক্ষুর; সমীক।
জাত; উৎপন্ন। সজ্ঘুষিত-সমাব; ঘোষণাশ্রয়; প্রচারিত।
সৌবস্তিক-পুরো সলিল-জল; বারি; উদক।
হিত; যাজক। সম্বোধন-আভিমুখ্যবিধান; আমন্ত্রণ।
স্তনপ-অতিশিশু, সর্ব্বসহা-পৃথিবী, ধরণী।
দুগ্ধপোষ্য। স্তেন-চোর, তস্কর।
স্রুত-ক্ষরিত.চ্যুত। সঙ্কাশ-সদৃশ, তুল্য, সমান।
সমুত্থান-উর্দ্ধগ- সংজ্ঞপন-হনন, মারণ, বিজ্ঞাপন।
মন, সম্যক প্রকারে উত্থান।
হনুমান-পর্ব্বত, সন্ধ্যারাগ-সিন্দুর, সন্ধ্যাকালের ন্যায় র-
গিরি, শৈল। ক্তবর্ণ।
সতীর্থ-পরস্পর- সমীক্ষণ-সম্যক প্রকারে দর্শন।
এক গুরুর শিষ্য, এক ধর্ম্মাক্রান্ত, একাশ্রমী।
সম্বতল-যোড়হস্ত, স্তোত্র-স্তব, গুণগান।
যুক্তকরতলদ্বয়। সমুদ্গ-সপুটক, কৌটা, আচ্ছাদনে,
স্রক-মালা, হার, মাল্য। মোহর করা।
সংশ্রয়-আশ্রয়, উ- সংশয়-সন্দেহ, দ্বৈধ জ্ঞান।
পায়, গতি। সর্ব্বেশ্বর-সকলের অধিপতি, রাজাধি-
সর্ব্ববিৎ-পরমেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ। রাজ।
সর্ব্বজিৎ-বিশ্বজয়ী, সর্ব্বব্যাপি-সর্ব্বত্র স্থিতি, সর্ব্বগত।
সকলের জয়কর্ত্তা। সুরপুরী-স্বর্গপুরী, অমরাবতী।
সৎপন্থা-সৎপথ, ধ- সোপান-পইটা, সিঁড়ি, সুচনা।
র্ম্মমার্গ। সানুকূল-সহায়, সপক্ষ, প্রসন্ন।

সেথুয়া-পথদর্শক, সঙ্গী। — সাথী-সহায়, অনুচর, সঙ্গী।

স্বেদ-ঘর্ম্ম, স্বেদন, ভাবরা।

স্রস্ত-চ্যুত, ক্ষরিত, বিগলিত। — সুদণ্ড-বেত্র, বেত।

সাঙ্গিক-বড়সা-শেল, শল্য।

সলিল-জল, উদক। সত্বর-শীঘ্র দ্রুত, তূর্ণ।

স্পর্শমণি স্পর্শমাত্রে স্বর্ণজনক পাতরবিশেষ, পরশ পাতর। — সংশুদ্ধি-শরীর মার্জ্জন, সম্যকশোধন।

সত্যধন-ধার্ম্মিক। — সাশ্রুলোচন-সজল নয়ন।

সান্তর-বিরল, নির্জ্জন, অন্তরের সহিত বর্ত্তমান। — শ্রেয়স্কর-কল্যাণ, মঙ্গল, শুভ।

হ- — হকার-

হতপ্রভ-প্রভাহীন, অন্ধকার। — হতভাগ্য-দুর্ভাগ্য, মন্দভাগ্য, পোড়াকপাল।

হীন-রহিত অধম, নীচ, গর্হা, ঊন। — হর্ত্তাকর্ত্তা-সৃষ্টিস্থিতিকারক, বিধাতা।

হেড়ক্ক-ক্রোধ, কোপ, রোষ।

হব্যবাহ-অনল, বহ্নি। হেয়জ্ঞান-তুচ্ছবোধ অপকৃষ্টজ্ঞান।

হ্রস্ব-খর্ব্ব, লঘু, বামন, ছোট। — হ্রাস-ক্ষয়, শব্দ, ক্ষীণতা, ম্লানতা।

হস্তাঘাত-চাপড়, চপেটাঘাত।

হতাদর-অসম্মান, অমর্য্যাদা, অবজ্ঞাত। হাত্র-মারণ, প্রমথন, বেতন।

হেমন্ত-হিমাগম, অগ্রহায়ণ পৌষমাস

হয়শালা-অশ্বালয়, আস্তাবল। — হিতক-শিশু, বালক।

হ্রীণীয়া-লজ্জা, ঘৃণা ত্রপা।

হোতা-হোমকর্ত্তা। হব্যাশ-অগ্নি, হুতাশন, বহ্নি।
হবন-হোম অগ্নিতে ঘৃতপ্রক্ষেপ। হনন-ঘাতন, বধ, মারণ, বলিদান।
হুঙ্কার গর্জ্জন, গভীরধ্বনি, ভয়ঙ্করশব্দ
হবনী-হোমকুণ্ড, হোমস্থান। হব্য-হননীয়দ্রব্য, হোমার্থ বস্তু।
হৃদয়েশ-স্বামী, কান্ত, পুরুষ।
হৃদয়েশা-স্ত্রী, ভার্য্যা। হৃৎকম্প হৃদয়কম্পন, বক্ষস্থলধড়্‌ধড়্‌শব্দ
হন্তা-হননকর্ত্তা, ঘাতক, বধকারক। হৃদয়ঙ্গম-মনোনীত, মনলগ্ন, চিত্তপ্রবোধক।
হোম-ঈশ্বরোদ্দেশে হবি মাংস দধি করা। হেমমালী-রবি, সূর্য্য, ভাস্কর, দিবাকর
হরনেত্রদিনে-তৃতীয়দিনে। হর্ম্মুটবার-রবিবার, হর্ম্মুট, ভানু।
হলা-পৃথিবী, জল।

ক্ষ- ক্ষকার-

ক্ষিতি-পৃথিবী, ক্ষয়, প্রলয়। ক্ষেমঙ্কর-মঙ্গলকারক, শুভজনক।
ক্ষেম-কুশল, লব্ধ, রক্ষণ।
ক্ষেত্র-ভূমি, ক্ষেত। ক্ষত্র-শরীর, দেহ, কায়া।
ক্ষিতিকণ-ধুলি, ধুলা, পাংশু। ক্ষিতিপাল-রাজা, পৃথিবীর ঈশ্বর।
ক্ষোণি-পৃথিবী, ধরণী।
ক্ষতজ-রক্ত, শোণিত। ক্ষিন্ন-দুঃখিত, ক্ষুব্ধ, খেদিত।
ক্ষুৎ-চিহ্ন, দাগ, কলঙ্ক। ক্ষীরাদ-শিশু, বালক।
ক্ষ্মাতল-ধরাতল, ভূতল, পৃথিবীতল

ক্ষিপক-যোদ্ধা, বীর, ক্ষিপ্র-শীঘ্র, দ্রুত, ত্বরায়।
অভ্যাক। ক্ষালন-প্রক্ষালন, ধৌতকরণ।
ক্ষণদ্বি-অত্যল্পাক্ষণ, ক্ষেপণ-যাপন, কালহরণ, ফেলন।
অল্পসময়। ক্ষোভ-মনস্তাপ, দুঃখ, সঞ্চলন।
ক্ষুব্ধ-ক্ষোভবিশিষ্ট, ক্ষমাবান-ক্ষান্তিযুক্ত, ধৈর্য্যশীল,
কাতর, ক্ষুণ্ণ, বিমর্ষ। সহিষ্ণু।

ব্যঞ্জনের ঊনত্রিংশৎ বর্ণ, অন্তস্থ বর্ণের চতুর্থ বর্ণ; এবং
ত্রয়োবিংশৎ বর্ণ তুল্যার্থ বকার।

প্রার্থনা।

পরামনন কর কেননা স্বর্গের রাজ্য সন্নিকট। এই জগতে আমরা কিছুই আনি নাই এবং কিছুই লইয়া যাইতে পারিব না। অতএব তুমি কিরূপ শিক্ষা পাইয়াছ ও শ্রবণ করিয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া পালন কর, এবং মন ফিরাও। যদি বল পাপ নাই তবে ভ্রান্তিতে আছ সদোষ স্বীকার কর ক্ষমা পাবে। যে ডালে অধিক ফল ধরে সেই ডাল নত হয় যে মাটিতে জন্মিয়াছ সেই মাটির উপর তুমি তবে নম্র হও মানুষের উপর প্রত্যাশা করিও না। অধ্যক্ষদের শরণাগত না হইয়া পরমেশ্বরকে আশ্রয় কর। মানুষকে লজ্জা কর, ঈশ্বরকে ভয় কর। আপনার পরীক্ষা কর। নিজ মনকে জিজ্ঞাসা কর, হে মনঃ আমি কেমন লোক। পরের গুহ্য প্রচার করিও না। সত্য বাক্য নির্ভয়ে বলিবা। হঠাৎ উৎকট বাক্য প্রচার করিও না।

পরদুঃখে দুঃখি ও পরসুখে সুখি হও। তুমি যে কোন কর্ম্মে হস্তার্পণ করিতে পার, তাহা যত্ন পূর্ব্বক কর, কেননা তুমি যে স্থানে যাইতেছ, সেই পিতৃকাননে কোন কার্য্য, কি উপায়, কি বুদ্ধি, কি জ্ঞান, কিছু নাই। তোমরা আপনাদের আপনি নও যেহেতুক বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ, অতএব তোমাদের শরীর ও তোমাদের আত্মা উভয় দিয়া ঈশ্বরেরই মহিমা প্রকাশ কর, কেননা উভয় ঈশ্বরের আছে, আর শরীরাচারী হইয়া জীবন ধারণ করিলে তোমরা মরিবা, কিন্তু আত্মা দ্বারা যদি শারীরিক কর্ম্ম ব্যাপাদান কর, তবে বাঁচিবা, এই জন্যে তোমাদিগকে বলি প্রার্থনার সময়ে যাহা যাহা যাচ্ঞা কর তাহা পাইবা এমত বিশ্বাস করিও তাহাতে প্রাপ্ত হইবা। তোমরা ভোজন পান প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম কর সে সকলই ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের নিমিত্ত কর।

হে আমার ধর্ম্মস্বরূপ ঈশ্বর আমি প্রার্থনা করিলে আমাকে উত্তর দেও, অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রার্থনা শুন। হে প্রভো। তোমার আবাসে কে প্রবাস করিবে, যে জন সরলাচরণ ও

ধর্ম্মকর্ম্ম করে ও মনের সহিত সত্য কথা কহে, এবং জিহ্বাতে কাহারও গ্লানি করেনা সেই জন।

হে পরমেশ্বর! আমি তোমার নিবাস মন্দিরকে ও তোমার মহিমার বসতি স্থানকে, প্রেম করি, পরমেশ্বর আমায় বল ও ঢাল স্বরূপ আমার মন তাঁহাতে নির্ভর করাতে আমি উপকার পাই আমি তোমার স্মরণাগত, অতএব আমাকে কখন লজ্জিত হইতে দিও না তুমিই আমার পর্ব্বত ও দুর্গস্বরূপ, শোকেতে আমার জীবৎকাল ও দেখাতে আমার বয়স গেল, অপরাধ দ্বারা আমার বলক্ষীণ ও অস্থি সকল বিশীর্ণ হইল, আমি আপন অপরাধ স্বীকার করিতেছি, ও পাপের নিমিত্তে মনস্তাপ করিতেছি।

হে আমার মনঃ কেন শোকার্ত্ত হও! ঈশ্বরের অপেক্ষা কর, তিনি মঙ্গল দাতা ও পুরুষানুক্রমে আমার আশ্রয় স্থান আমি ঊর্দ্ধ্ব দৃষ্টি করি আমার উপকার কোথা হইতে হইবে। যিনি স্বর্গমর্ত্ত্যের সৃষ্টি কর্ত্তা, সেই পরমেশ্বর হইতে আমার উপকার হয়। তিনি তোমার চরণকে, বিচলিত হইতে দিবেন না, তোমার রক্ষাকারী নিদ্রা যাইবেন না।

হে ইস্রায়েলের রক্ষাকারী কখন নিদ্রা কি তন্দ্রা যান না। পরমেশ্বর তোমার রক্ষা কর্ত্তা, ও পরমেশ্বর তোমার দক্ষিণ দিক স্থিত ছায়াস্বরূপ। দিবসে সূর্য্য এবং রাত্রিতে চন্দ্র তোমাকে আঘাত করিবে না। পরমেশ্বর তোমাকে সমস্ত আপদ হইতে রক্ষা করিবেন তিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করিবেন পরমেশ্বর অদ্যাবধি সদাকাল পর্য্যন্ত তোমার বহির্গমন ও ভিতরে আগমন রক্ষা করিবেন আমি তোমারই তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর আমি দ্বিমনা লোককে ঘৃণা করি তোমার প্রমাণ বাক্য আশ্চর্য্য এই জন্যে আমার মন তাহা পালন করে, তোমার বাক্যের উদয় দীপ্তি প্রদান করে ও অবোধের বোধ জন্মায়।

হে প্রভো! আমার রব শুন, আমার বিনতি বাক্য তোমার কর্ণগোচর হউক। আমার চক্ষু তোমার প্রতি আছে, আমি তোমার শরণাগত আমার প্রাণকে ফেলিয়া দিওন', তোমার প্রচুর কৃপানুসারে আমার তাবৎ অপরাধ মার্জ্জনা কর; আমি নিজ অপরাধ স্বীকার করিতেছি আমার পাপ সর্ব্বদাই আমার সাক্ষাতে আছে। আমি তোমার

বিরুদ্ধে দোষ করিয়াছি, দেখ অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে, ও পাপেতে মাতার গর্ভে ধারণ করিয়াছে আমাকে প্রক্ষালন কর, তোমার সম্মুখ হইতে দূর করিওনা তোমার উদার আত্মার দ্বারা আমাকে ধারণ কর। হে প্রভু আমার ওষ্টাধরকে মুক্ত কর তাহাতে আমার মুখ, তোমার প্রশংসা প্রকাশ করিবে। তুমি বলিদানের প্রয়াস কর না নতুবা তাহা দিতাম এবং হোমেতেও তোমার সন্তোষ নাই। ঈশ্বরের গ্রাহ্য যাগ ভগ্ন আত্মা। হে ঈশ্বর তুমি ভগ্ন ও চুর্ণ অন্তঃকরণকে তুচ্ছ করিবা না। হে পরমেশ্বর আমি তোমার নামের প্রশংসা করিব কেননা সে উত্তম! সেই নাম আমাকে তাবৎ বিপদ হইতে রক্ষা কর।

হে আমার মনঃ পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর হে আমর অন্তরস্থ সকল তাঁহার পবিত্র নামে ধন্যবাদ কর। হে আমারমন পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর ও তাঁহার সকল দান বিস্মৃত হইও না, তিনি তোমার তাবৎ পাপ মার্জ্জনা করেন ও তোমার সকল রোগের শান্তি করেন এবং বিনাশ হইতে তোমার প্রাণকে উদ্ধার করেন এবং স্নেহ ও দয়া-

রূপ মুকুটেতে তোমাকে ভূষিত করেন এবং উত্তম দ্রব্যে তোমার মুখকে তৃপ্ত করেন, তাহাতে উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় পুনর্ব্বার তোমার নূতন যৌবন হ

ঈশ্বরকে জানা কর্ত্তব্য।

তুমি ঈশ্বরের বিষয়ে আপনাকে জ্ঞাত করিয়া শান্ত হও, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।

ঈশ্বর অদ্বিতীয়।

বস্তুতঃ দেবতা কিছু নাই, এবং এক ঈশ্বরো দ্বিতীয়ো নাস্তি, ইহা আমরা জানি।

সৃষ্টিকর্ত্তাই ঈশ্বর।

যাঁহা হইতে তাবৎ বস্তু ও যাঁহার নিমিত্তে আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, এমন পিতাস্বরূপ আমাদের অদ্বিতীয় ঈশ্বর আছেন।

নম্র লোকের প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টি।

পরমেশ্বর কহেন, যে জন নম্র ও ক্ষুণ্নমনাঃ ও আমার কথাতে কম্পিত এমত লোকের প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিব।

সত্যভজন।

ঈশ্বর আত্মাই, আর তাঁহার ভজনা করিতে গেলে আত্মা দিয়া সত্যরূপে ভজনা করিতে হয়।

ঈশ্বর অতুল্য।

হে ঈশ্বর, দেবগণের মধ্যে তোমার তুল্য কে আছে? এবং তোমার সমান পবিত্রতাতে আদরণীয় ও ভয়ানকত্ব প্রযুক্ত স্তবনীয় ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াকারী কে আছে?

প্রত্যয় বিনা আরাধনা বিফল।

প্রত্যয় ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে তুষ্ট করা অসাধ্য ঈশ্বর যে বর্ত্তমান ও আপনার অন্বেষণকারিগণের পুরস্কারদাতা এমত প্রত্যয় করা ঈশ্বরের শরণাগত লোকের কর্ত্তব্য।

ঈশ্বরাশ্রিত লোক সুরক্ষিত হয়।

যাহারা পরমেশ্বরকে ভয় করে, তাঁহার দূত তাহাদের চতুর্দ্দিগে থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষাকরে।

নরের প্রতি নির্দ্দয় জন ঈশ্বরের অভক্ত।

যে জন নিজ ভ্রাতাকে ঘৃণা করিয়া, "আমি ঈশ্বরকে প্রেম করিতেছি," এমত কথা বলে, সে মিথ্যাবাদী, কেননা আপনার যে ভ্রাতাকে দেখে

তাহাকে যদি প্রেম না করে, তবে যাঁহাকে দেখে নাই এমত ঈশ্বরকে কিপ্রকারে প্রেম করিতেপারে।

ভ্রাতার প্রতি নির্দ্দয় জন ঈশ্বরের অভক্ত।

আপনি সাংসারিক ধনবান হইলেও যদি কেহ আপন ভ্রাতার দীনতা দেখিয়া তাহার প্রতি আপনার দয়া বোধ করে, তবে তাহার অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম কি প্রকারে থাকিতে পারে?

সন্তানের পিতৃ আজ্ঞাবহ হওয়া উচিত।

হে বালকগণ, তোমরা সমস্ত বিষয়ে পিতা মাতার আজ্ঞা পালন কর, কেননা এই কর্ম্ম প্রভুর সন্তোষজনক হয়।

সন্তানের প্রতি পিতার কর্ত্তব্যাচরণ।

হে পিতা সকল, তোমরা আপনং সন্তানদিগকে প্রতিপালন কর।

ধার্ম্মিকের প্রতি ঈশ্বর অনুকূল।

ধার্ম্মিকগণের প্রতি পরমেশ্বরের দৃষ্টি ও তাহাদের প্রার্থনার প্রতি তাঁহার কর্ণ আছে; কিন্তু দুষ্কর্ম্মিদের প্রতি পরমেশ্বর বিমুখআছেন।

সমাপ্ত।